সুরধুনী কাব্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions ; it has multiplied and refined my enjoyments ; it has endeared solitude ; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me."

Coleridge.

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৯৩।

Printed by Harimohan Mookerjea. 12, Fukeer Chand Mitter's Street, Calcutta

ভিষক্‌-কুল-পঙ্কজ-সবিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্‌ ডি

হৃদয়সন্নিহিতেষু।

সহোদর-প্রতিম মহেন্দ্র!

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেক গুলি লোক,——বাঙ্গালি, হিন্দুস্থাণী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোহর—ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জন সমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়ন কালাবধি তুমি আমার পরম বন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে বিপুল বিভব-প্রদ এলোপাথি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয় দর্শন! উল্লেখিত প্রিয়দর্শনটি মহত্বের পরাকাষ্ঠা। তোমার মহত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ স্বরূপ আমার সুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৮	ঔষধি	ঔষধ
১৯	৬	কেশবের	কেশরের

সুরধুনী কাব্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সর্গ।

কবিতা-কুসুম-মালা শোভিতা ভারতি!
দীনে দয়া বীনাপানি কর ভগবতি!
বিবরণ বলো বানি! শুনিতে বাসনা,
কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না;
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
সেকালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী—
এখন বাজায়ে বীণা তুমি এক বার,
শৈলহতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার।

হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর;

তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর,
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ অম্বর—
ধবল ধবলাগিরি উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর,
শীত-ঋত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম।
নদনদী হ্রদ উৎস সলিল প্রপাত,
শোভাকরে শৈলবরে সব শৈলজাত,
পৃথিবী-পিপাসা-নাশা জলছত্র জ্ঞান,
অকাতরে গিরিবর করে নীর দান,
অবনীর নীর প্রয়োজন অনুসারে,
ভুরি ভুরি বারি ভরা ভুধর ভাণ্ডারে।
ভাণ্ডারের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছজলে,
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে,
কিয়দংশ পরিপূর্ণ সজল জলদে,
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে।

এই মহা হিমালয় হৃদয় কন্দর,
জাহ্নবীর জন্মভুমি জনে অগোচর।
শিশুকাল হয় গত পিতার ভবনে,
যুবতী হইলে সতী পতি পড়ে মনে।

জীবন যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল,
বিষম বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বিঁধিল।
একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা,
বাম করে গণ্ড, বাষ্পেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তল দল, সজল নয়ন,
হতাদরে নিপতিত সিন্দূর চন্দন,
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল—
কাঁদিছে বিষণ্ণ মনে; নিতান্ত চঞ্চল।
হেনকালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়;
“ একি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয় !
“ কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন,
“ কারজন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন,
“ মাতা খাস, মরামুখ দেখিস্ সজনি,
“ সত্য বলো কিসে তুমি বিরস বদনী,
“ কেন চুল বাঁধো নাই, পরনি ভুষণ,
“ কিশোর বয়সে কেন বেশে অযতন,
“ অবাক্ হয়েছি হেরে লেগেছে চমক্,
“ কাঁচা বাঁশে ঘুন সই, কোরকে কীটক ?”

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে—
বলিলেন ভাগিরথী “ শুন পদ্মা সই—
“ বেশভুষা অভাগীরে সাজে আর কই,

" বৃথায় জীবন মম বৃথায় যৌবন—
" বনে ফুটে বন ফুল বনে নিপতন—
" দেশান্তরে রহিলেন পতি পরাবার,
" দেখা তাঁর দূরে থাক্ নাহি সমাচার,
" আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তর,
" তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর,
" তাই সখি এত দিন ভুলে আছি কান্ত,
" সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, দুর্ল্লভ নিতান্ত—
" তুমি মম প্রাণ সখী বিশ্বাসের স্থল,
" বিকশিত তব কাছে হৃদয় কমল,
" শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়,
" বিনা প্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়,
" পতিহারা সতী সই জীবিত কি রয় ?
" অনিল অভাবে দীপ নির্ব্বাপিত হয়।"

নিরবিলা সুরধুনী, পদ্মা হাসি কয়,
" পেলেম প্রাণের সখি ভাল পরিচয় ;
" কেমন পড়েছে কাল, লাজে যাই মরে,
" কচিমেয়ে কাঁদে মাগো! পতি পতি করে,
" আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী,
" করি নাই কখনত হা পতি যো পতি—
" টল টল করে জল বিশাল নয়নে,
" সাগর সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে,

" কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি কাঁদ্ মন দিয়ে,
" বিচ্ছেদ অনল যাবে এখনি নিবিয়ে।"

ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়—
" তোর কি কৌতুক সখি সকল সময়!
" রঙ্গ ভঙ্গ দেলো পদ্মা করিলো মিনতি,
" জীবন নিধন ধনি বিনা প্রাণ পতি।
" পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ,
" কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ?
" বিরহিনী পাগলিনী, ব্যাকুল হৃদয়,
" পতিদরশনে যেতে নাহি লাজ ভয়,
" পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর,
" কোমল মালতী, বর্ত্ম দুর্গম বন্ধুর;
" স্নেহভরা সহচরী তুইলো আমার,
" কেনা রব চিরদিন, কর উপকার।"

জাহ্নবীরে ধীরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিনী,
বলিল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহিনী—
" কেঁদ না কেঁদ না ধনি সুরধুনি সই,
" ব্যাকুলা হেরিলে তোরে দিশে হারা হই,
" প্রচণ্ড প্রবাহ ভরে পয়োধি আলয়ে,
" আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে,

" পাবে পতি পারাবার পতিত পাবনি,
" পূজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী,
" হেরিবে পতির মুখ জুড়াইবে প্রাণ,
" উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু সন্নিধান,
" কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকলো সুন্দরি,
" সাগর গমন যোগ্য আয়োজন করি—
" পরাধিনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন,
" শৈশবে অবলা বালা পিতার অধীন,
" যৌবনে যুবতী গতি পতি অনুমতি,
" স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী ;
" অতএব অম্বু-অঙ্গি বিবেচনা হয়,
" হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়,
" অনুমতি লয়ে তাঁর উভয়ে মিলিয়ে,
" চপল চরণে যাব সাগরে চলিয়ে।"

এত বলি চলে গেল পদ্মা উন্মাদিনী,
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকিনী,
" নিবেদন," বলে পদ্মা, " শুন গো আমা
" তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার,
" যৌবনে ভরেছে অঙ্গ পতি নাই কাছে,
" বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে,
" হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি,
" পতি কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী,

" ঘরেতে রাখিলে গঙ্গা ঘটিবে জঞ্জাল,
" কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?"

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ,
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ ;
হেন কালে হিমালয় গিরি কুলেশ্বর,
হাসি হাসি তথা আসি চুম্বিয়ে অধর,
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর বচনে—
" কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চন্দ্রাননে,
" কি বিষাদ হৃদিপদ্ম হৃদিঅধিকারী,
" আমিত অর্দ্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি।"
মেনকা কহিল কথা বিস্ময় হৃদয়ে—
" কি আর বলিব নাথ মরিতেছি ভয়ে,
" ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জ্বালা মার,
" কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার,
" পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে,
" কেমনে জীবিত নাথ ভাত উঠে গালে ?
" অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল,
" কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি কুল,
" দাসীর বিনতি পতি কাতর অন্তরে,
" জাহ্নবীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।"

হিমালয় মহাশয় স্বভাব গম্ভীর,
বলে " প্রিয়ে বৃথা ভয়ে হয়েছ অধীর,
" অমূলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়,
" কেন কন্যা করিবেন অধর্ম্ম আশ্রয় ?
" শিক্ষিতা সুশীলা বালা তনয়া রতন,
" পতিব্রতা সতী সাধ্বী সদা ধর্ম্মে মন,
" পিতা মাতা পাদপদ্ম ভক্তি সহকারে,
" করে পূজা দিবানিশি বসি অনাহারে।
" হিতৈষী দুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ,
" কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ,
" বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী,
" এমন অঙ্গজা কভু, আনন্দ-আননি,
" করিবেন হেন হীন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর,
" যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অন্তর ?
" কলুষিত হবে যাতে ধর্ম্ম সনাতন ?
" দূরীভূত কর প্রিয়ে চিন্তা অকারণ—
" পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে,
" আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে,
" যেদিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন,
" পর ঘরে যাবে মাতা হবো সুখ হীন।"

অতঃপর চারি দিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন,

সজল নয়নে রাণী মেনকা তখন,
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন,
শৈবাল চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল কোরক মালা গলে পরাইল,
সুগোল মৃণাল, করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল মালা মেখলা উদয়,
প্রবাহ পাটের সাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁসি কৌতুকেতে কয়,
" যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির হৃদয়,
" তোলপাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ,
" ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলাইবে অর্দ্ধেক ভুষণ।"
স্নেহ ভরে গিরিরাণী চুম্বিয়ে বদন,
বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন—
" প্রাণ যে কেমন করে করি কি উপায়,
" এত দিন পরে মাগো ছেড়ে যাস্ মায় ?
" শূন্য ঘর হলো মম ফুরাইল সুখ,
" কারে কোলে লব মাগো চুমে চন্দ্র মুখ,
" দুবেলা যাবলে মাগো কে ডাকিবে আর,
" ভাল মাচ্ ঘন দুদ মুখে দেব কার—
" চির দিন সুখে থাক্ স্বামীর সদনে,
" হাতের ন-ক্ষয় যাক্ পাল দশ জনে,
" রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে,
" জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে,

" সুপুত্র প্রসবি কেতু দেহ স্বামী কুলে,
" অক্ষয় সিন্দূর মাতা পর পাকা চুলে ?
" রহিল জননী তোর বিষণ্ন হৃদয়ে,
" মা বলে মা মনে কর সময়ে সময়ে ।"

বেশ ভুষা করি গঙ্গা সজল নয়নে,
প্রণাম করিল আসি ভুধর চরণে ;
অপত্য স্নেহের ভরে গলিয়ে ভুধর,
নিপাতিত অশ্রু বারি করিল বিস্তর,
জাহ্নবীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয়
বলিলেন সকরুণ বচন নিচয়—
" স্নেহময়ি মা জননি জাহ্নবি সুশীলে,
" অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে ?
" সম্বরিতে নারি মাগো অন্তর রোদন,
" রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ?
" কে বেড়াবে আলো করি শিখর ভবন ?
" কে চাহিবে নিত্য নিত্য নুতন ভুষণ ?
" পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়,
" আর কি দেখিতে মা গো পাইব তোমায় ?
" প্রমদা পরম গুরু পতি মহাজন,
" সেবিবে তাঁহার পদ করি প্রাণ পণ,
" যা ভাল বাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে,
" সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণ পণে,

" কখন স্বামীর আজ্ঞা করনা লঙ্ঘন,
" পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ দরশন।
" যদি পতি করে মাতা কুপথে গমন
" বলনা সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
" বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল,
" দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল,
" কৃষ্ণপক্ষ ক্ষপাকর কলেবর প্রায়,
" ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় ;
" করিবারে পতি কদাচার নিবারণ,—
" ধর পন্থা, স্নেহ, ভক্তি, সুধা আলাপন,
" কান্তের চরিত্র কথা জেনেও জেন না,
" বিমল প্রণয় সহ কর আরাধনা,
" তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে,
" অতি সমাদরে কর করেতে করিয়ে
" মিষ্ট ভাষে মন্দরীতি কর আন্দোলন,
" অনুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামী মন,
" সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি—
" পতিকে সুমতি দিতে ঔষধি রমণী।
" শ্বশুর শাশুড়ী অতি ভকতি ভাজন,
" তনয়ার স্নেহে দোঁহে করিবে যতন,
" ভাশুরে করিবে ভক্তি সরল অন্তরে,
" কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে,
" যা-গণে বাসিবে ভাল ভগিনীর ভাবে
" স্বীয় ক্ষতি সহ্য করে কলহ এড়াবে।

" পতির বয়স্য বন্ধু আদরের ধন,
" ভাসিবে আনন্দ নীরে পেলে দরশন,
" যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময়,
" পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়,.
" আতিথ্য করিবে স্নেহে সোদর আদরে,
" কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে।
" সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, সরম,
" অঙ্গনার অলঙ্কার অতি মনোরম,
" ভূষিত করিবে বপুঃ এই অলঙ্কারে,
" আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে।
" বেলা যায় বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
" স্মরিয়ে পরম ব্রহ্মে কর মা গমন,
" প্রিয় সখী সহচর আছে তব যত
" তোমার সেবায় তারা রবে অবিরত,
" তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন,
" অতিক্রম কর গঙ্গা গোমুখী তোরণ ;
" প্রেরিব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন,
" পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন।"

অশ্রু নীরে ভাসি গঙ্গা সুমধুর স্বরে
কহিল সরল বাণী সম্বোধি ভূধরে—
" বিদরে হৃদয় পিতা মরি ভাবনায়,
" কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায়!

" সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
" ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেকনা ভুলিয়ে,
" পথ চেয়ে হব রত দিন গণনায়,
" যত শীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়,
" বিলম্বিত স্নেহ রজ্জু সম সর্ব্বক্ষণ
" সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।"
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে,
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে—
" মা আমারে মনে কর," বলিল নন্দিনী,
" না হেরে তোমারে আমি হবো পাগলিনী,
" কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়,
" বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী মেনকা তখন,
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ,
বলে " মা কেঁদনা আর কেঁদনা কেঁদনা,
" সহিতে পারিনে আর হৃদয়-বেদনা,
" সেই [illegible] সেই দোর কর চিরদিন,
" কেঁদনা কেঁদনা মুখ হয়েছে মলিন—
" কোল শূন্য হলো, শূন্য হইল ভবন,
" মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন—"
অতঃপর পদধুলি করি রাণী করে
জাহ্নবীর শিরে দিল অতি সমাদরে।

প্রণমি জননী পদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাত রথ মনোরথ গতি।
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ,
অযুত জীমূত শব্দে প্রপাত পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী কম্পিত শরীর।

তুষার মণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
শৈল কুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল,
করিতেছে ধপ্ ধপ্ ভীম দরশন,
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ,
শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
নামিয়াছে তুষার শলাকা আভাময়,
তুষার শলাকাপুঞ্জ তুষার প্রাচীরে,
শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটির শিরে।
সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে,
শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রস্তর আকীর্ণ বর্ত্ম মহা ভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর,
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয় গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গম্ভীর গর্জ্জনে।
অভিমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান,
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়,
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়,
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়,
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়—
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তর নিকর,
অহঙ্কারে উচ্চ শিরে হয় অগ্রসর,
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত,
কলুষ-নাশিনী-নীরে হলো নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথ্বীতলে,
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে—

হেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল,
চমকে দাঁড়ায় কূলে বিষাদে ব্যাকুল,
বিরস বদনে মনে ভাবে একি দায়,
এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেথায়।
করীরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দিল,
কুঞ্জর প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল।
কোথাও প্রস্তর যুগ জাহ্নবীর জলে
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকারে বলী মহাবলে,
তার মধ্য দিয়ে স্রোত অতি বেগে ধায়,
কল কল করে জল পাথরের গায়।
সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত,
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত,
ভাসিছে হাসিছে দ্বীপ জাহ্নবী জীবনে,
বিপিন বিটপি তায় নাচিছে পবনে।
কোথাও স্বভাব সুখে বসিয়ে নির্জ্জনে,
খোদিয়ে সুন্দর শিলা নিপুণ যতনে,
নির্ম্মিয়াছে তটযুগ তটিনীর তল,
স্বভাবের গজগিরি আরাধ্য কৌশল।
কোথাও বিরাজে বালি সোণার বরণ,
মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড সুখ দরশন,
সুনয়নী কুরঙ্গিনী ভ্রমিছে তথায়,
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়,
শার্দ্দূলের পদচিহ্ন বালির উপর,
চপল নয়ন তাই অধীর অন্তর।

চলিতে চলিতে গঙ্গা অতি বেগভরে
বিষ্ণু প্রয়াগেতে আসি পৌছিল সত্বরে,
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাকিনী সতী,
পালিতে যথায় হিমালয় অনুমতি,
সহচরী রূপে আসি দিল দরশন,
জাহ্নবী করিল দুয়ে সুখে আলিঙ্গন।
তিন বেণী এক ঠাঁই অতি মনোহর,
যার যোগে হলো বিষ্ণু প্রয়াগ সুন্দর।

বিষ্ণু প্রয়াগের পর পতিতপাবনী,
শ্রীনগরে উপনীত করি মহা ধ্বনি—
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়,
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়,
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে,
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
কোন দ্রব্য আঁখি আর দেখিতে না পায়।
পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী
উপনীত হরিদ্বারে তরিতে মেদিনী।

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার,
ধরায় স্বর্গের দ্বার তীর্থ হরিদ্বার।
"হরিদ্বার" নামে ঘাট "হরের সোপান"
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান।

" কুশাবর্ত্ত" ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ,
কুশহস্তে ভক্তিভাবে করিছে তর্পণ।
বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার,
" হরিদ্বারে" "কুশাবর্ত্তে" দিতেছে সাঁতার,
কেহ মালসাট মারি কাঁপায় জীবন,
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন,
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে কেহ জলে চলে যায়।
কৌতুকে কামিনী এক কাণে নীল দুল,
কসিত কাঞ্চন কান্তি কিবা চাঁপা ফুল,
পিঠে দোলে একাবেণী গলে মতিমালা,
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা,
আহ্লাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস বদনে,
শিলার সোপানে বসি ডাকে মীনগণে—
" এস এস সোণামণি জাদুরে আমার
" চাল চানা চিঁড়ে মুড়ি এনেছি খাবার।"
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়,
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়,
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল,
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল,
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল।
ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে,

কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে,
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে ?

"নীলধারা" নামে ঘাট নির্ম্মিত শিলায়,
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথায়।
পবিত্র বিশাল "বিল্বপর্ব্বত" সোপান
বেলভক্ত ভোলা "বিল্বকেশবের" স্থান,
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দুর্ল্লভ,
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বগলা বল্লভ।

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপুর,
উন্নতি বিজ্ঞান শাস্ত্র পেয়েছে প্রচুর।
কট্‌লি যখন কাটে এই মহা খাল,
হরিদ্বার পাণ্ডাগণ করি বড় গাল,
বলে ছিল "বৃথা হবে আয়াস যতন,
" কাটা খালে গঙ্গা দেবী যাবেনা কখন !"
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্‌লি কহিল
" শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল,
" চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে,
" খাটেনা পাণ্ডার আর ভণ্ডামি একালে।"
লোকাতীত কাণ্ড এই খাল মনোহর
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর,
কোথা বা উপরে রাখি নদীর জীবন,
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন।

পরিহরি হরিদ্বার পবিত্র সদন,
নীরাসনে নারায়ণী করিল গমন,
উত্তরিলা শৈলবালা গড়মুক্তেশ্বর,
মুক্তেশ্বর নামে যথা বিরাজে শঙ্কর,
পূজনীয় গণপতি এই পুণ্য স্থলে,
করেছিল মুক্তিলাভ তপস্যার বলে,
গণমুক্তেশ্বর তাই এর আদিনাম,
যাত্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষধাম।
অদূরে হস্তিনাপুরী পাণ্ডব আবাস,
পতিত ভীমের গদা কৌরবের ত্রাস।

চলিতে চলিতে গঙ্গা হরিষ অন্তরে,
উপনীত পুরাতন অনুপ সহরে।
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন,
নিবসতি করিতেন ঋষি মহাজন,
নাম তাঁর "হোমানল" স্বভাব গম্ভীর,
তেজোময় তনু যেন-মধ্যাহ্ন মিহির,
"আহুতি" দুহিতা তাঁর পাবক রূপিনী,
বেদ বিশারদা বামা বীণা নিনাদিনী,
মেধাবী "অনুপচন্দ্র" শিষ্য গুণালয়,
ভুলিয়ে অম্বর শশি ভূতলে উদয়।

বাসন্তী যামিনী শেষ যায় শশধর,
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর,

নিদ্রায় আহুতি দেবী আছে অচেতন,
পরিমল কণাবাহী প্রভাত পবন
বহিতেছে ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়ে,
অলকা বল্কল তায় উঠিছে নাচিয়ে;
স্বপনে শুনিল সতী সঙ্গীত সুন্দর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি সুমধুর স্বর,
জয় জগদীশ বলি যোগিনী জাগিল,
এখন সে গীত ধ্বনি শুনিতে লাগিল,
"কি জ্বালা" বলিল বালা "নহেত স্বপন
"অনুপম অমুপের বেদ অধ্যয়ন।"

সুনেত্রার নেত্রনীলাম্বুজ নীরাকুল,
উদাসিনী, বিষাদিনী যেন বাসি ফুল,
উপনীত অন্য মনে কুসুম কাননে,
কিছুকাল কাটাইল কুসুম চয়নে,
ফুলতোলা হলো শেষ আহুতি চলিল,
সরোবর কূলে বসি ভাবিতে লাগিল,
"কেন মন উচাটন কেন তনু জ্বলে ?
"নিবারিতে নারি বারি নয়ন যুগলে,
"সহাস বদন কেন জলে কমলিনী ?
"সেই জলে মরি কেন কাঁদে কুমুদিনী ?
"যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন,
"কুমুদিনী কাছে জানি কেন কাঁদে মন।"

অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির,
ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগুণ অধীর,
মনোভাব পরাভব করিতে মহিলা
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বসিলা
সঙ্কলিত হলো মালা পরিমলময়,
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়—
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল।

অনুপ প্রভাত কার্য্য করি সম্পাদন
পূজায় বসিল যেন প্রভাত তপন,
পূত মনে দেবতায় করিল অর্পণ,
বিল্বদল দূর্ব্বাদল কুসুম চন্দন,
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল,
নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল,
চমকি নবীন ঋষি চাহিল বিস্ময়ে,
বিকম্পিত কলেবর "হোমানল" ভয়ে,
সাদরে চুম্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়,
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়।

দিবা অবসান রবি ডুবিল ডুবিল,
সোণার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,
শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুম নিচয়,

নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে,
নাচিছে ময়ূর, মুখ ময়ূরী অধরে,
সুরধুনী নীরে নাচে কনক লহরী
নীরবে তুলিয়ে পাল চলে যায় তরি।
আলবালে দিতে জল সজল নয়নে,
চলিল আহুতি কূলে মরাল গমনে,
ভাবে মনে "এত দিনে ঘটিল কি দায়,
"নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।"
উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক—
সুযোগ সুভোগ কিবা বিধির বিপাক!
বসিয়ে অম্নুপ কূলে মন উচাটন,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন।

চমকি নবীন ঋষি উঠে দাঁড়াইল
নীরবে আহুতি পানে চাহিয়ে রহিল—
উভয়ে বচন হীন, অঙ্গ অচেতন,
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন।
চেতন পাইয়ে পরে অম্নুপ সাদরে,
বলিল অহুতি প্রতি ধরি বাম করে,
"উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল,
"উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।"
নাবিল তাপসবর কুম্ভ করি করে,
ভরিল জীবন তায় হরিষ অন্তরে,

নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল,
ললাটে ললাটে হলো শুভ পরশন,
অলকা অনুপ অংস করিল চুম্বন।
বারি লয়ে আলবালে গেলা ঋষি বালা,
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মালা।
দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল,
“ কেমনে কখন মালা গলে পরাইল !”

গোপনে গান্ধর্ব্ব্য বিয়ে করি সম্পাদন,
জায়াপতি ভীত মতি অতি উচাটন—
আহুতি উদরে সুত হইল উদয়
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয় ?
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত,
“ হোমানল ” ক্রোধানল মহা প্রজ্বলিত,
দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে
ভীম মুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে,
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে,
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জিহ্বা সঞ্চালনে,
সম্বোধি অনুপে বলে “ওরে দুরাচার
“ মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তার,
“ কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর,
“ চিরকুমারীর ব্রত করে দিলি দূর,

" শোন্‌রে অধম মূঢ় আজ্ঞা ভয়ঙ্কর
" মর্‌ গিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত্ত ভিতর !"
অনুপ " যে আজ্ঞা " বলি দিল পরিচয়,
" অপাংশুলা আহুতির পূত পরিণয়
" পবিত্র জীবন তার কর না নিধন,
" সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন।"
দ্বিগুণ জ্বলিয়ে বলে ঋষি হোমানল
" তোর কাজ তুই কর তাপস কজ্জ্বল !"
আদমরা আহুতির প্রতি দৃষ্টি করি,
বলে " ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পামরি,
" কেমনে পবিত্র ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন
" এই জন্যে করিলি কি বেদ অধ্যয়ন ?
" গর্ব্বিণী, অনলে তোরে করিব না দান,
" বৈধব্যপাবন তোর করিনু বিধান।"
ত্যজিল জাহ্নবী জলে অনুপ জীবন,
" হোমানল " হিমালয়ে করিল গমন,
শোকাকুলা অপাংশুলা ' আহুতি ' কাননে
কাঁদিয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে।

যে কূলে ' অনুপ ' কুম্ভ দিয়েছিল করে
সেইকূলে একদিন 'আহুতি' কাতরে,
বসিলেন একাকিনী বিষণ্ণ বদনে,
বিগলিত বাষ্পবারি মলিন নয়নে।

প্রবাহিনী জলপানে বিষাদে চাহিয়ে
কাঁদিতে লাগিল বালা করুণা করিয়ে—
“ কোথাগেলে প্রাণবন্ধু আহুতি জীবন,
“ অভাগীরে একবার দেহ দরশন,
“ আদর ভাণ্ডার ফেলি রহিলে কোথায়,
“ যাতনায় মরি নাথ বুক ফেটে যায়,
“ দেখা দাও, দেখা দাও হৃদয় রতন,
“ বিধবা আহুতি ব্যথা কর নিবারণ—
“ বৈধব্য অনল তাপ অতীব ভীষণ,
“ দাবানল তার কাছে তুষার মতন,
“ জ্বলিতেছি দিবানিশি অতি অনুপায়,
“ কেহ নাহি তিনকুলে মুখ পানে চায়।
“ প্রমদা প্রণয় পূত পয়োধি গভীর,
“ সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর ;
“ কেননা ডুবিলে সেই পয়োধির জলে ?
“ বিরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে,
“ পিতার পরুষ আজ্ঞা হইত পালন
“ আহুতি হতোনা শোকে আহুতি জীবন।
“ পূজার সময় নাথ হয়েছে তোমার,
“ যোগাসনে বস আসি যোগিকুল সার,
“ সাজায়ে দিয়েচি ফুল দুর্ব্বা বিল্বদল,
“ কোশায় দিয়েছি পূত জাহ্নবীর জল—
“ ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন,
“ অগস্ত্য-গমনে অস্ত তাপস তপন !

" আঁখি নীরে ভাসে ফুল কাঁদে ফুলাধার,
" শূন্যময় যোগাসন করে হাহাকার।
" কোন্ পাপে হারালেম তোমা হেন পতি—
" কেন হলো, কেন হলো, এমন দুর্গতি ?
" এজন্মে তেমন মুখ আর কি দেখিব ?
" সুমধুর অধ্যয়ন আর কি শুনিব ?
" করিলাম বিরচন নিকুঞ্জে নির্জ্জনে,
" শতদলদামে শয্যা বসিয়ে যতনে,
" কোমল মৃণাল দল করে সঙ্কলন
" রচিলাম উপাধান সুখ-পরশন—
" আর কি প্রাণের স্বামী শোবেন শয্যায়,
" মনের হরিষে হাত বুলাইব পায়—
" চয়ন করিয়ে ফুল কাননে কাননে,
" নাগকেশরের মালা গাঁথিনু যতনে—
" কে মোরে গাঁথালে মালা করি উপহাস,
" জান না কি আহুতির বড় সর্ব্বনাশ—
" কি হলো, কেন বা মালা গাঁথিলাম, হায়—
" গৌরবে কাহার গলে দোলাইব তায় ?
" বাহির হইল প্রাণ আর নাহি ভয়,
" দেখিতেছি দশদিক্ অন্ধকার ময়,
" দয়ার সাগর তুমি স্নেহ পারাবার,
" এখন দাসীরে দেখা দেহ এক বার
" উঠ উঠ প্রাণপতি প্রবাহ ভেদিয়ে—
" কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?"

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ,
জাহ্নবীর জল হতে উঠিল অনুপ,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত,
পবিত্র পীযুষ মুখে বেদান্ত সঙ্গীত,
আহুতি হাসিল হেরি, অনুপ অমনি
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী,
নিবারি নয়ন বারি পবিত্র চুম্বনে,
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে।
অপূর্ব্ব অনুপ মায়া করিতে স্মরণ,
অনুপসহর নাম করিল অর্পণ।

অনুপসহর ছাড়ি চলে প্রবাহিনী,
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী।
রমণীয় পথ ঘাট বিস্তীর্ণ বিপণী,
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি,
শত শত সদাগর বসিয়ে আপণে,
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতাগণে।

ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পায় কানপুর,
যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরাজ কুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।

সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।

বিরহিনী প্রবাহিনী দাঁড়াতে না চায়,
কবে পড়িবেন বামা প্রাণপতি পায়—
চলিল সত্বরে বিষ্ণু-পদ-নিবাসিনী,
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী।
ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা গতি অবিরাম,
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম।

———

তৃতীয় সর্গ।

যমুনা গঙ্গার বন ছিল হিমাচলে,
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখি জলে,
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী,
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী,
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।
আলিঙ্গন করি তারে সুরধুনী কয়,
কেমনে আইলে বন দেহ পরিচয়।

সম্ভাষিয়ে জাহ্নবীরে অতি সমাদরে,
যমুনা বলিল বাণী সুমধুর স্বরে—
পথশ্রান্তে ক্লান্ত আমি সরেনা বচন
মম সঙ্গী কূর্ম্ম সব করিবে বর্ণন।
কূর্ম্মবর যমুনার আজ্ঞা অনুসারে
পথ বিবরণ যত বলিল গঙ্গারে—
“ দেখিয়ে এলেম দিল্লি পুরি পুরাতন,
পাঠান মোগল রাজ্য মহা সিংহাসন,

চৌদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর
শত শত রম্য হর্ম্ম্যে শোভিত শরীর।
নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ,
অতি উচ্চ অনুমান চুম্বিছে গগন,
অভেদ্য তোরণ চয় ভয়ঙ্কর কায়,
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায়।
সহরের বড়রাস্তা অতি পরিসর,
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর,
এই পথে পদব্রজে পান্থ চলে যায়,
গাড়ি ঘোড়া হাতি চলে পাশের রাস্তায়।

আল্লার মন্দির জুম্মা মসজিদ সুন্দর,
বিনির্ম্মিত উচ্চ এক শিলার উপর।
আরংজিব তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়,
সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়।
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার,
মার্জ্জিত পাষাণে গাঁথা অতি পরিষ্কার,
প্রাঙ্গন-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান,
আর তিন ধারে তিন তোরণ নির্ম্মাণ,
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে,
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে।
বিরাজে উঠান মাঝে বাপি মনোহর,
ফোয়ারায় দেয় বারি তাহার ভিতর।

দাঁড়ায়ে মস্‌জিদে যদি ফিরাই নয়ন
নগরের সমুদায় হয় দরশন।”

“হুমাউন ভুপতির কবর কেমন,
অতি মনোহর শোভা সরল গঠন,
কবরের চারি পাশে বিরাজে বাগান,
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর দান,
বিপিনের চারিদিক্ দেয়ালে বেষ্টিত,
তদুপরি স্তম্ভরাজি আছে বিরাজিত।

কুতব মিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর,
আদি তিন থাক্ তার লোহিত বরণ,
লাল শিলা বাছি বাছি করেছে গঠন,
নির্ম্মিত চতুর্থ থাক্ ধবল পাথরে,
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে।
একশত ষাট হাত দীর্ঘ কলেবর,
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভুধর শিখর,
আশী হাত পরিমাণ পরিধি তাহার
ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্ত্তি চমৎকার!
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ,
গঠে স্তম্ভ পূর্ব্বকালে পৃথু মহাভাগ,
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করি আরোহণ,
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।”

মুসল্ মানেতে স্তম্ভ করে পরিস্কার
কুতব মিনার তাই এবে নাম তার।

"স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথু রাজধানী,
শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রাণী,
কোথা পতি! কোথা পুত্র! কোথা স্বাধীনতা!
দলিত-দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা!
ছিন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল,
ছিঁড়েছে কুণ্ডল সহ শ্রবণ পলল।
যেখানে বসিয়ে রাজা করিত শাসন,
সেখানে শৃগাল এবে করেছে ভবন!"

"বিমল মথুরা ধাম হেরিলাম পরে,
হরি-হুরি গেট যার সম্মুখে বিহরে,
আবিরে আবরি অঙ্গ লইয়ে নাগরী,
হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি।
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়,
মাটির পাহাড় কত গণা নাহি যায়।
কংসবধ নামে এক মৃত্তিকা-ভুধর,
কংস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর।"

"বিশুদ্ধ বিশ্রাম ঘাট নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কংস বধ শ্রম যথা বসি কৃষ্ণ হরে;

বিরাজে ঘাটের মাঝে স্তম্ভ শিলাময়
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময়,
ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কাঁপাইয়ে ধীরে
আনন্দে আরতি দেয় যমুনা দেবীরে।
সমবেত হয় তথা লোক শত শত,
মৃদঙ্গ কাঁসর ঘণ্টা বাজে অবিরত,
আরতি দেখিতে হাতে লয়ে নানা ফুল,
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষা কুল,
সারি সারি কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়,
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়,
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্ব্বাণ,
মহিলা মণ্ডলে উঠে হাসির তুফান।"

"বসুদেব দেবকীর মন্দির সুন্দর,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর ;
'দেবকী-অষ্টম গর্ভে জন্মিবে নন্দন
হইবে তাহার হাতে কংসের নিধন—'
এই বাণী শুনি কংস বাঁধি হাতে পায়,
বসুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়,
বুকেতে পাষাণ চাপা প্রহরী দুয়ারে,
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে ?
বজ্র বক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার
সোদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার !

সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল,
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল!
শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া
বন্ধন দশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া।
বাসুদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে,
দেবকী সুতিকা স্নান করেন কাতরে,
গোয়ালিয়ারের রাজা পবিত্র অন্তর
গজগিরি করিয়াছে সেই সরোবর।"

"দেখিলাম তার পরে ভরিয়ে নয়ন,
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দ ভবন,
কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি,
রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শোভে সারি সারি,
লীলার নিকুঞ্জ বন তমাল কানন,
সুরম্য ভাণ্ডির বন শোভা হরে মন,
অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী।
কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদিনী।
পালে পালে হনুমান তাদের জ্বালায়,
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহি যায়,
জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে,
খিচোয় পোড়ার মুখ দাঁত বার করে,
খাবার করিলে দান জুতা দেয় ফেলে,
কেনা জানে হনুমান বড় বাস্তু ছেলে।"

"যমুনা পুলিনে কেলী-কদম্ব-পাদপ,
কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ ;
জুড়াতে নিদাঘ জ্বালা গোপিনীর কুল,
পশিল সলিলে কেলি পুলিনে দুকূল,
সুরঙ্গে ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন,
সহসা সেখানে আসি অঙ্গনা বসন
কৌতুকে হরণ করি হরিষ অন্তরে
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে।"

"লচ্মি সেঠের কীর্ত্তি বিশাল মন্দির,
ধবল ভুধর সম তাহার শরীর,
সম্মুখে বিরাজে এক স্তম্ভ মনোহর,
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর,
মার্জ্জিত প্রাঙ্গন কিবা কুসুম কানন,
সদাব্রত অবিরত পালে দীন জন।
বহুমূল্য তোষাখানা যাহার ভিতর
রূপার প্রমাণ হাতি দেখিতে সুন্দর,
রূপার ময়ূর আশা সোটা অগণন,
স্বর্ণ অলঙ্কার হীরা মতির ভুষণ।
রক্ষিত মন্দির মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ
ভক্তিভাবে ভক্তগণ করে দরশন।"

"অকালে সংসার জালে জলাঞ্জলি দিয়ে
বসিলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে ;

করেছেন নানা কীর্ত্তি বদান্য হৃদয়,
মোহন মন্দির মঠ অতিথি আলয়,
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়,
অপূর্ব্ব আহারে সবে পরিতোষ পায়।
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ গান,
ধন্য লালা বাবু তব সুপবিত্র স্থান।"

"ব্রজবাসী বলে এত বৃন্দাবন-মান,
উষায় বায়স মুখ করেনা ব্যাদান,
কেলী-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়,
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়।"
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়,
সত্য হেতু হনুমান অনুমান হয়—
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায়
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায়?
সন্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।"

"তপন-তনয়া তটে ঘাট অগণন,
শিলায় নির্ম্মিত সব অতি সুশোভন,
প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করন্ড আকার,
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার,
স্নানের সময় তারা করে জ্বালাতন,
বহুদিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন।"

" দেখিতে দেখিতে দেখা দিল দ্বিজরাজ
চন্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ,
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল,
শশি করে সমুদয় হাসিতে লাগিল,
বচন বিহীন হলো সুখ বৃন্দাবন,
জীব মাত্রে কোথা আর নাহি দরশন ;
এমন সময় মাতা ! সুষুপ্ত মেদিনী,
হেরিলাম অপরূপ, অপূর্ব্ব কাহিনী—
নিকুঞ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা, মদনমোহন,
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর,
গিরিধারি কর ধরি চলিল রমণী,
চলিল অঞ্চল পিছে লুটায়ে ধরণী,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিনী তটে,
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে—
কেন নাথ অকস্মাৎ এভাব তোমার,
কিজন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার,
অধিনী কি অপরাধী হলো তব পায়,
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায় ?
রাধার সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের সার
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার,
তব প্রেম পাগলিনী আমি অনুক্ষণ
বসন্তের অনুরাগী ব্রততী যেমন,

বসন্ত চলিয়ে যায় কাঁদাইয়ে তায়,
তুমিও কাঁদাও মোরে লইয়ে বিদায় ;
যবে তুমি মথুরায় করিলে গমন,
কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন,
বিরহ বিষম বাণ বিদারিল কায়,
নিপতিত হইলাম দশম দশায় ;
হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়,
যে যাতনা ! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয়।
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ
চল ফিরি ধরি হরি পদ অরবিন্দ।
রাধার বচন শুনি মদন মোহন
বলিলেন মৃদুস্বরে এই বিবরণ—
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে,
আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি !
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির ?
অনাদি অনন্ত দেব বিশ্ব মূলাধার,
পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়া পারাবার ;
নির্ম্মিত মন্দির তাঁর জীবের হৃদয়ে,
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবালয়ে,
আরাধনা অবিরত করিছে তাঁহার,
পাতর পুতুলে পূজা কেন দেবে আর ?

পুত্তলিকা পরিহৃত, হইল ঘোষণ
'একমেবাদ্বিতীয়ম' ধর্ম্ম সনাতন।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দে আনন্দিত মন,
কে আর করিবে বল তীর্থ দরশন ?
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখা পায় নরে
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে,
দেবদেবী উপাসনা—অজ্ঞানের ফল—
কি জন্য করিবে আর মানবের দল ?
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত,
কে রোধিতে পারে সত্য সলিল প্রপাত ?
ভুমিশূন্য ভুপতির বৃথায় জীবন,
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন।
আইস আমার সঙ্গে কিশোরি কমলে,
থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে ;
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম গরিমা,
কষ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা।
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে,
ঝাঁপ দিল কালী দহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।"

" আকবার রাজধানী আগরা নগরী,
প্রবাহ পুলিনে যেন বিভুষিতা পরী,

অপরূপ অট্টালিকা সরসী নিকর,
রমণীয় রাজপথ উদ্যান সুন্দর,
বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়,
বিশ্বকর্ম্মা বিনিন্দিত কীর্ত্তি শোভে তায়।"

"তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার,
ভারতে এমন হর্ম্ম্য নাহি কোথা আর,
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল,
শোভিয়াছে মহলের শরীর বিশাল,
করিতেছে চক্‌মক্ উজ্জ্বলতাময়,
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়।
অপূর্ব্ব নিপুণ কর্ম্ম করেছে প্রস্তরে,
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে,
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়,
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়।
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লি অধিপতি,
ভার্য্যা তার বনু সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভুপ সাজিহান
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর
বিংশতি সহস্র লোক বাইশ বৎসর।"

"শিসৃমস্‌জিদের শোভা অতি মনোহর
অভ্র আবরিত তার সব কলেবর,

রজত রচিত দেখে অনুভব হয়,
অথবা অবনী অঙ্কে শশাঙ্ক উদয়।”

“ শ্বেত পাতরের মত্তি মঞ্জিল সুন্দর,
পরিপাটী ঘর তার অতি পরিসর,
মোগল কুলের কেতু রাজা আকবার,
এই স্থানে করিতেন রাজ দরবার।
মঞ্জিলের তিনদিকে কিবা শোভা পায়,
বিবিধ ভবন রচা ধবল শিলায়,
যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ,
বিমল মানসে ব্রহ্মে করিত ভজন।”

“ সুবিস্তৃত সেকেন্দরা বাগ্ অপরূপ,
কবরে বিহরে যথা আকবার ভুপ,
নিন্দিয়ে নন্দন বন বিপিন মাধুরী,
সুবাসিত বারিপ্রদ উৎস ভুরি ভুরি,
বিরাজিত তরু রাজি দেখিতে কেমন,
নয়ন-রঞ্জন-নব-পল্লব-শোভন,
বিচিত্র বরণ পক্ষী শাখে করে গান,
চুনি-মণি-পান্না-আভা পক্ষে দীপ্তিমান,
মকরন্দবিমণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল,
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল,
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ,
অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ।”

" ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর,
নির্ম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর।
বিরাজে অপর পারে এমৃদাদ্ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ।
ছাড়িয়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে,
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে।"

চতুর্থ সর্গ।

পবিত্র প্রয়াগে পূর্ব্বে ছিল বিরাজিত,
স্রোতস্বতী সরস্বতী ভারতী সহিত,
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন,
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ,
অন্তর্দ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী,
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি ?

জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়,
সেকালে প্রয়াগ কোলে সংমিলিত হয়,
সেইজন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম,
জনপদময় গণ্য ভোগমোক্ষ ধাম।
যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়,
সুকেশা যুবতী যেন প্রয়াগে না যায় ;
যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল,
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল।

প্রয়াগে প্রধান দুর্গ অতি পুরাতন,
পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজা করে বিরচন,

আক্‌বার রাজা পরে করে পরিষ্কার,
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার।
জাহ্নবী যমুনা যোগে দুর্গের স্থাপন,
উভয়ে পরিখা রূপে করেছে বেষ্টন।

প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা উপর,
নিপুণ গঠন কীর্ত্তি অতীব সুন্দর,
দূরেতে দেখিতে শোভা আরো চমৎকার,
যমুনা গলায় যেন কণকের হার।

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে,
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসী তলে,
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর,
সলাজে ফিরায় মুখ কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্ম প্রসবিনী,
হয়েছেন মনোলোভা উত্তর বাহিনী।
সুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে,
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে?
" অসি " " বরুণের " প্রতি দিল অনুমতি
এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী।
বারাণসী দুই পাশ দিয়ে দুই জন
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ।
বলিলেন বিবরণ যোড় কর করি
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি—

" অমুঅঙ্গী আমি বাছা তিনি শিলাময়
" সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পরিণয় ?"
নদযুগ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে,
চলিল আনন্দ মনে সিন্ধু দরশনে।

দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন
কি শোভা ধরেছে কাশী নয়ন নন্দন,
নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পণ্ডিত নয়নে
কিন্নর কুলের পুরী সজ্জিত রতনে ;
সুরধুনী নীর হতে উঠিয়ে সোপান
মিশিয়াছে হর্ম্ম্য অঙ্গে, হয় অনুমান
এক খণ্ড শিলা খোদি করেছে নির্ম্মাণ
এক ভাগে অট্টালিকা অপরে সোপান,
রজত কাঞ্চন চূড়া সুমার্জ্জিত কায়
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী প্রায়।

কাশীতে অপূর্ব্ব শোভা ঘাট সমুদায়,
পরিপাটী বিনির্ম্মিত বিমল শিলায় ;
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন
কথোপকথন করে সেবে সমীরণ।
" অগ্নীশ্বর " " মাধরায় " ঘাট মনোহর,
" পঞ্চগঙ্গা " " ব্রহ্মঘাট " সোপান সুন্দর,
" মণিকর্ণিকার " ঘাটে সমাধির স্থান,
চির চিতানল যথা না হয় নির্ব্বাণ,

" রাজরাজেশ্বরী " ঘাটে স্নানে মহাফল,
" শ্রীধর " " নারদ " ঘাট আরাধনা স্থল,
" দশ অশ্বমেধ " ঘাটে হইলে মগন,
সশরীরে চলে যায় বিষ্ণু নিকেতন,
সুন্দর বিরাজে " রাজ ঘাট " শিলাময়
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়।

" মাধরায় " ঘাটোপরি অতি উচ্চ শির
বিরাজিত ছিল বেণীমাধব মন্দির,
বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারী বেণীমাধব তথায়
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায় ;
অপকৃষ্ট আরংজিব রাজা দুরাচার,
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার,
নাশিতে কাশীর কীর্ত্তি ভীম মূর্ত্তি ধরি,
কাশী আসি উপনীত করে অসি করি,
ভাঙ্গিয়ে মন্দির তায় মস্‌জিদ্ গঠিল
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
মন্দিরের চূড়া এবে মস্‌জিদ্ মিনার,
বহুদূর হতে লোক দেখা পায় তার।

বিশ্বেশ্বর পুরাতন মন্দির এখন
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ
শোকের উদয় হয় মানবের মনে,
ওরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা কেমনে

নাশলি এমন কীর্ত্তি? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ জোর?
বর্ব্বর ভুপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি ভঙ্গে,
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে!

অন্ধকার "জ্ঞান বাপী" অজ্ঞানের মূল,
কতমত মানবের ধর্ম্ম পঙ্কে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ।
বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞান বাপী বলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্ব রচয়িতা,
কোপ কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তাঁর দুরে পলায়ন!
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।

সুগৌরবে "দশ অশ্বমেধ" ঘাটোপরে
জ্যোতিষ আধার মানমন্দির বিহরে;
যেখানে বসিয়ে রবি শশি গ্রহগণ,
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন;
ধ্রুবতারা ধরিবার সহজ উপায়;
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর প্রভায়।

স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি,
যাঁর করে জ্যোতির্ব্বিদ্যা পাইল উন্নতি,
তাঁহার নির্ম্মাণ মানমন্দির মোহন,
মরিয়ে জীবিত রাজা কীর্ত্তির কারণ।

সুশোভিত শিক্‌রোল পল্লী পরিষ্কার,
পরিপাটী অট্টালিকা বর্ত্ম চমৎকার,
নবীন দূর্ব্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ,
মনোহর দরশন নয়ন রঞ্জন।
শিক্‌রোলে করে বাস সাহেবের কুল,
সুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল।

শিক্‌রোল সন্নিকটে কালেজ ভবন,
বহুচূড়া বিভুষিত অপূর্ব্ব শোভন,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার,
বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়
দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর দ্বিতয়।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।
চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।
খালিপায় সমুদায় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক;

ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ,
দুর্ব্বল দলনা নহে মহতের কাজ।

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ন অলঙ্কার,
হীরক বলয় বাজু মুকুতার হার,
চেলির বসন, তায় কার্য্য পরিপাটী,
মোহিনীর মনোহরা বারাণসী সাটী,
বিবিধ বর্ণের ধুতি উড়ানি উজ্জ্বল,
জরিতে জড়িত শাল করে ঝল মল,
ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন,
ঘটি বাটি লোটা থাল বিচিত্র বাসন,
হাতির দাঁতের হাতি চিরুনি মুকুর,
শাল পাতা মোড়া নস্য শ্লেষ্মা করে দূর।

প্রতি উপকূলে রামনগর সুন্দর
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর।
মহারাজ মহিমার পরিসীমা নাই,
সুচিত্তে যশের গান করিছে সবাই,
ভাণ্ডারে বিপুল নিধি রাজ আভরণ,
মন্দুরায় বাজিরাজি গমনে পবন,
দুরন্ত দ্বিরদবৃন্দ-চলিত অচল—
ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল।

রামনবমীর দিন—যে শুভ দিবসে
প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুযশে—

রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয়,
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়,
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন,
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন,
কুঞ্জর নিকরে কত দরশক দল,
আরোহিয়ে কত লোক তুরঙ্গ পটল,
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন,
হাউই হুহুস্ স্বরে পরশে গগণ,
তুপড়ি অগিনি ঝাড় করে বিনির্ম্মাণ,
অনল কণিকা উৎস হয় অনুমান,
তারাহার কি বাহার তারাহার জিনি,
দম্ দম্ ছোটে বোম্ কাঁপায়ে মেদিনী,
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জ্বল বরণ,
নিশির কুন্তলে যেন মণি দরশন,
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয় ঢাক,
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক,
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার,
পুড়িয়া রাবণ রাজা হয় ছার খার।

কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি সুরধুনী
পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী,
গোমতী বদন চুম্বি জাহ্নবী আদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার করে কর ধরে।

গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ,
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ।

“ শুনিলাম তুমি সখি পতি দরশনে
করিয়াছ শুভ যাত্রা সাগর গমনে,
কাঁদিলাম মনোদুখে তব ভাবনায়,
পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায় ?
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর
সাজাহানপুর হতে হলেম বাহির,
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রথে,
অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে।”

“ দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান,
বীরপ্রসূ লক্‌নাউ অলকা সমান।
বিপুল বিভব শালী ভুপাল তাহার,
পদাতিক গজবাজী হাজার হাজার,
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন
ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ,
অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশ প্রবল,
সিংহাসনে রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চল,
তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে,
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে।
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতা হীন,
অপমানে অবনত বদন মলিন,

মুকুট ভুষণ রাজ-দণ্ড কেড়ে নিল,
রাজ সিংহাসন হতে নামাইয়া দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে ভুপ কাতর অন্তরে
বহু পুরুষের পুরী পরিহার করে,
নিরাশায় নত নৃপ নির্ব্বাসনে যায়,
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়।
আকুল অমাত্য কুল আঁধার দেখিল,
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল,
শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনী প্রায়,
দরবেস্ বেশে বাছা কোথা চলে যায়?
মহলে মহলে কাঁদে মহিষী মণ্ডল,
অবিরত বিগলিত নয়নের জল,
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে যত পরিজন
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন,
বিলাপে বারণবৃন্দ নিরানন্দ মন,
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতন,
শোকানলে জ্বলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়,
আক্ষেপ-কূজন করে পক্ষী সমুদায়,
পরিতাপে পদ্মাবলী মলিন বদন
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন,
নিরানন্দ-নীরনিধি অধিপ ভবনে,
হাসেন্ হোসেন্ যেন মরিয়াছে রণে।"

"সুশাসিত লক্‌নাউ হয়েছে এখন,
সভ্যতা হতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ,
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর,
নাহি আর করে রাজপুরুষ নিকর,
কালেজ, কাছারি, সভা, ভেষজের স্থান,
স্থানে স্থানে রাজ্য মধ্যে হতেছে নির্ম্মাণ,
নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্জন,
করিতেছে সুযতনে উন্নতি সাধন।"

"লক্‌নাউ পরিহরি আসি কিছু দূর,
দেখিলাম সুশোভিত সুল্‌তান পুর,
রয়েছে নগর তলে তরি শত শত,
বাণিজ্য বণিক বৃন্দ করে নানা মত।
চলিতে চলিতে পরে তব দরশন,
চরণ কমল হেরি জুড়ালো জীবন।"

নীরব গোমতী,—গঙ্গা করিল গমন,
অবিলম্বে মির্জাপুরে দিল দরশন,
কমনীয় কলেবর সুন্দর নগর,
বিরাজিত প্রস্তরের দুর্গ পরিসর
বসন ভুষণে ভরা বিপুল বাজার,
কেনা বেচা করে লোক হাজার হাজার,
বিবিধ বাণিজ্য পোত শোভা করে ঘাট,
সারি সারি রহিয়াছে বাহাদুরি কাট।

মির্জাপুর সুরধুনী করিয়ে অন্তর,
উপনীত গাজিপুর সুরভি নগর।
কুসুম কানন পুরে শোভে অগণন,
বিপুল গোলাপ পুঞ্জ তাহার ভূষণ,
ফুলবনে সুলোচনা করিছে বিহার,
চয়ন করিয়ে ফুল ভরিছে আধার,
মধুপ কৌশলে ফুলে করিয়ে দলন,
লইতেছে বার করে পরিমল ধন,
শীতল গোলাপ জল গোলাপি আতর,
মকরন্দ বিমোদিত অতি মনোহর।

মহাজন গণ করে নানা ব্যবসায়,
আপণে রয়েছে থান গাদায় গাদায়,
রহিয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই,
কত যে চিনির কুঠী সংখ্যা তার নাই,
চলিতেছে অবিরাম চিনি করা কল,
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল,
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাঙ্গণ,
বালি আড়ি সিন্ধু তীরে দেখিতে যেমন।

গাজিপুর করি দূর সাগর রমণী,
উপনীত বক্সারে পতিত পাবনী।
বক্সারে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাজন,
করেছিল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন,

যখন জানকী পাণি করিতে পীড়ন,
বরবেশে রঘুবর করেন গমন,
ঋষির আশ্রমে আসি করিলেন বাস,
ঋষির হৃদয় পদ্ম আনন্দে বিকাশ।
তপোধন নিকেতন আজো বিরাজিত,
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত।
" রামেশ্বর " নামে শিব স্থিত বক্‌সারে,
স্থাপন করেছে রাম ভক্তি সহকারে ,
" রামেশ্বর " শিরে জল ঢালে সুলোচনা,
সীতাপতি সমপতি করিয়ে কামনা।

পরিহরি বক্‌সার পারাবার প্রিয়ে,
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপ্‌রা আসিয়ে,
আলিঙ্গন করি তারে অতি সমাদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার সুমধুর স্বরে।

পঞ্চম সর্গ।

ঘর্ঘরা গঙ্গার বাক্যে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়।

" কুমাউন মহীধর কণক বরণ,
হিমালয় শৈলরাজ অনুগত জন ;
তাঁহার দুহিতা আমি শুন সুলোচনে,
আছি চির বিরহিণী নিরানন্দ মনে।
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি,
শিক্ষা দিল অভাগীরে দিবা বিভাবরী—
শিশুকালে শিখিলাম উর্ব্বসী কৃপায়
তত্ত্ব, ওঘ, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়,
শিখিলাম সুযতনে সঙ্গীত কাকলী,
বিহঙ্গ-বাদিনী-বীণা মধুর মুরলী ;
সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস,
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ
রেসম-কুসুম-কুল মুকুল পল্লব,
ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব ;
কতসুখে করিলাম অধ্যয়ন মরি,
সরল সাহিত্য-মালা আনন্দলহরী,

বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে,
গাঁথিনু ললিত মালা কবিতা প্রসূনে।
বিফল হইল এত শিক্ষা আহা মরি!
বলিতে মরমে বাজে সরমে সিহরি—
দেশাচার দাবানল অতি নিদারুণ,
দহিল যৌবন-বন কবিতা-প্রসূন,
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন,
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন?
কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল,
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকূল—
ধনবন্ত ঐরাবত কুলীন-প্রধান
তাঁর পুত্রে পুত্রী দান অতীব সম্মান,
কিন্তু সখি বলিব কি ঐরাবত সুত,
অকাল কুষ্মাণ্ড ষণ্ড ভীম ভণ্ড ভুত,
গভীর লোচন দুটি ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন,
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত দিন,
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ—
পোড়া শিরে ধুলা দিয়ে ধরি অবহেলে,
বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া ফেলে—
এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে,
কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে?
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল,
শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল,

বিদ্যা বিভুষিত তারে করা ভাল নয়,
শতগুণে পরিতাপ অনুভব হয়।
হস্তি-মুর্খ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে,
আয়োজন করে পিতা হরষিত চিতে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই,
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই ?
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ,
সাগর সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন,
অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে
কাটাইব এ জীবন ধর্ম্ম আচরণে,
তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে
আক্ষেপ প্রবাহ বলো আর কোথা ধরে।
পরিণয় দিনে পরি বসন ভুষণ
ঐরাবত সুত যাই দিল দরশন
ভাসাইয়ে আঁখি নীরে অঙ্গ অবনীর
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির।"

"আইলাম কিছুদুর অতি বেগভরে
মনে ভয় মুর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে—
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেই খানে,
মাতঙ্গ মুরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে,
সত্বরে উপল-কুলে করি পরিহার
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার ;

তব সহচরী বলি দিল পরিচয়
কান্তারে আসিতে একা পাইয়াছে ভয়। ”

“ দুইজনে একাসনে আসি কিছু দূর
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ সুর
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি আমায় ধরিল
‘ সুরধুনী প্রিয় সখি’ পরিচয় দিল।
‘ গৌরীগঙ্গা’ নাম তার কণক বরণ
ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন।
নেপাল হইতে পয়ে নদী করণালী,
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি,
আসিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন।
‘ সতীগঙ্গা ’ নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে
অপূর্ব্ব কাহিনী সখি শুন মন দিয়ে।
‘ করণালী ’ তীরে ছিল অপূর্ব্ব নগর,
রাজ দণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর
অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান ;
সজোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিভব,
সতীর সতীত্ব নাশে তোষে মনোভব,
অনলে দহন করি প্রজার ভবন
অনায়াসে নাশে তারে সহ পরিজন। ”

" এই পাষণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি
অনুকম্পা-পরিণত 'সম্পা' গুণবতী—
নবীন যৌবন ফুল পরিমলময়
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয়,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ সুনীল বরণ,
দূরেতে নীলাম্বুনিধি দেখিতে যেমন ;
উজ্জ্বল তারকা দুটি জ্বলিছে নয়নে ;
হাসিছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে,
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর,
কিশোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।
পূর্ব্বতন সেনাপতি পুত্র পুণ্ডরীক,
ষড়ানন সম রূপ সুযোগ্য সৈনিক,
সম্প্রতি তাহার করে হরষিত মনে
সঁপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে। "

" একদা উষায় বসি সম্পা সুলোচনা
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা ;
বহিতেছে মন্দমন্দ মলয় পবন,
করিছে লহরী লীলা শৈবলিনী-বন,
চুম্বিছে বালার্ক-আভা 'সম্পা' গণ্ডদেশ
কষিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দ্দেশ।
হেনকালে পাপনেত্র রাজা নটবর
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল অন্তর।"

"উপাসনা সারি 'সম্পা' মরাল গমনে
পুণ্ডরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে,
অমনি মুচকি মুখ পুণ্ডরীক হাসে,
স্নেহগর্ভ সুবচন পরীহাসে ভাসে—
হৃদয় মৃণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে ?
জাননা কি 'সম্পা' তুমি আমার জীবন,
দিবসে আঁধার হেরি বিনা দরশন।
কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি,
শুভ্র ধুতুরার মালা কুন্তল উপরি ;
সুষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বলি—
কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলী ;
তা নয় তা নয় 'সম্পা' বলি এই বার
জলধি-অসিত-জলে সিত-পোতহার ;
হলনা হলনা প্রিয়ে পুনর্ব্বার বলি
অমানিশি অঙ্গে যেন নক্ষত্র মণ্ডলী ;
এইবার আদরিণি ! উপমার সার
হৃষিকেশ কোলে যেন বাণীর বিহার ;
এতেও উঠেনা মন কি করি উপায়,
হর-কর-শাখা যেন কালীকার গায় ;
এবার বলিব ঠিক পরিহরি ভুল
সম্পার কুন্তলে যেন ধুতুরার ফুল।
হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে বেস
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ।

পরিহর পরীহাস ধরি দুটি পায়,
কোথা পাব ভাল কেশ কেনা নাহি যায়।
পতি হাত ধরি সতী নিকটে বসিল,
পুণ্ডরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরশিল।
কিছুকাল কাটাইয়া কথোপকথনে,
পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে।”

“ নিরমল মনে ‘ সম্পা ’ বসি একাকিনী,
উপনীত আসি তথা রাজার কুট্টিনী—
বলে মাগী ‘ শুন সম্পা মম নিবেদন,
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন,
শুভক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ,
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভুপ,
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়,
বহুমূল্য উপহার দিয়েছে তোমায়,
ন-নর মতির মালা হীরক বলয়,
রতন রচিত সিঁতি শত সূর্য্যোদয়,
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন,
সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ,
গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস,
ভুপতি-ভুপতি হয়ে রবে বারমাস,
সতত মানিবে ভুপ তব অনুমতি,
পলকেতে পুণ্ডরীক হবে সেনাপতি।

কখন্ যাইবে ' সম্পা' বলনা আমায়,
শুভ সমাচার দিয়ে বাঁচাব রাজায়।
এ বারতা বিধুমুখি! কেহ না জানিবে,
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে,
অথবা তোমার যদি অনুমতি হয়,
আসিবে ভুপতি-ভৃত্য তোমার আলয়—
অমত করিলে ' সম্পা' নাহিক নিস্তার,
সহসা সবংশে সবে হবে ছার খার।'
মর্ম্মভেদি বাক্য শুনি ' সম্পা' ক্রোধে জ্বলে
উজ্বল নয়নে বেগে বারি বিন্দু গলে,
ইন্দীবরে ভোরে ঝরে যেমন নীহার,
বরিষণ করে কিম্বা হীরা মুক্তাহার।
সরোষে বলিল ' সম্পা' 'ওরে নিশাচরি!
কামিনী কুলের কালী কিরাত কিঙ্করি!
জান নাকি পাতকিনি! আছে সর্ব্বোপর,
রাজার উপর রাজা মহা মহেশ্বর,
পরম দয়ালু পিতা দুর্ব্বলের বল,
দুরাত্মা দৌরাত্ম্যে তাঁর জ্বলে ক্রোধানল;
ভাবনাক একবার সে ভুপের ভয়,
ভুপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে লয়।
কি সাহসে এলি মম পবিত্র আলয়ে,
নিরয়ের কীট যেন নব কিসলয়ে!
দুর দুর কালামুখি কালভুজঙ্গিনি!
কুলের কামিনী-কুল-কলঙ্ক-কারিণি!

ভাবিয়াছ পাপিয়সি প্রমদার কুল
কাটিয়াছে একেবারে সতীত্বের মূল,
পলকে ভুলিবে পেয়ে হীরক বলয়,
করিবে রাজত্ব সনে ধর্ম্ম বিনিময় !
রাজার বড়াই তুই করিস্ পামরি,
আমি যে পতির সুখে রাজরাজেশ্বরী।
প্রণয় পয়োধি মম পতি পুণ্ডরীক,
হেমকান্তি, বীর-কেতু, সুশীল, রসিক ;
দেবতা-দুর্ল্লভ পতি আদরে সেবিত,
সহস্র সহস্র রাজা পদে বিরাজিত।
এন না আমার কাছে অপদার্থ মণি
পতিভক্তি সতী অঙ্গে কমলা আপনি।
বার হরে বারযোষা বলি বার বার,
কলুষিত হইতেছে ভবন আমার।
ভাল উপদেশে যদি যায় তোর মন,
ললনা ছলনা বৃত্তি দিগে বিসর্জ্জন
অনুতাপানলে মন করি নিরমল
আচরণ কর ধর্ম্ম অন্তের সম্বল।
রাজারে বলিয়ে যাস পাবে প্রতি ফল,
সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল।' ”

“ রাগত বেজির মত গরজি গভীর,
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির,

ভূপতি কুট্টিনী চলি গেল রোষভরে,
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে।
অশুভ সম্বাদ শুনি সন্তলীর মুখে
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদুখে।
সম্বরি শম্বর-অরি-পাবক-ভীষণ
আশ্বাস সম্বর করি যত্নে বরিষণ,
বলিল দূতীর প্রতি 'যাও পুনরায়,
পুণ্ডরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা করিলাম দান,
আজ হতে সে হইল সচীব প্রধান।
বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনুমতি
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী,
যেমন সেদিন সাধু সদাগর প্রিয়া
পতির আজ্ঞায় আসি জুড়াইল হিয়া।'
'এ নহে' বন্ধকী 'কহে তেমন দম্পতী
কি করি প্রভুর আজ্ঞা যাই আশুগতি'।"

"নষ্টমতি নটবর নষ্ট ব্যবহার
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার;
পরিতাপে পুণ্ডরীক করিল প্রেরণ
পদ ত্যাগ পত্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন।
সম্পার লোচন বারি মুছিয়ে চুম্বনে
করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে।

তার পরে সরোবরে সেবিয়ে সমীর
ভাবিতে লাগিল বসি পুণ্ডরীক বীর—
‘ হা জননি মাতৃ ভুমি কি দশা তোমার
হেরি মা নয়নে তব নিরাশ আসার,
অবিচার অত্যাচার বরাহ জম্বুক,
অবিরত বিদারিত করে তব বুক,
অসহ্য সহিতে আর পারনা জননি,
কত মতে নিপতিত অধিপ-অশনি।
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায় বিহীন
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন—
গরীয়সি মাতৃভুমি সম্বর রোদন,
আহবে পাষণ্ড ভুপে করিব নিধন’—
এমন সময় তথা ভুপাল প্রেরিত
জঘন্য-জীবন দূতী আসি উপনীত,
সাহসে করিয়ে ভর দিল পরিচয়,
‘ নটবর ’ নরপতি-আজ্ঞা সমুদয়।
আরক্ত লোচনে বীর দূতী পানে চায়
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পালায়,
কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে,
বলে ‘ তোরে থেঁতো করি আছাড়ি পাথরে,
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে,’
সহসা ভাবিয়ে বলে ‘ কি পৌরুষ তাতে,
বামা হত্যা মানুষিক গণনীয় নয়,
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়,

ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র অনুসারে
রাখিলাম পদাঘাত বধিতে রাজারে' ।"

"রাজার সদনে দূতী আসিয়ে সত্বরে,
বলিল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে ।
কান্না নিবারণ তার করিয়ে টাকায়
'নটবর' কুটনীরে করিল বিদায় ।
ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির,
'মশানে লুটালো দেখি পুণ্ডরীক শির,
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ,
কার সাধ্য রক্ষা করে বিদ্রোহীর প্রাণ ।
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনা দল,
পরিতাপে জ্বালাইবে সমর অনল,
পূর্ব্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয়
তার চেয়ে পুণ্ডরীক বীর বরণীয়,
আমিও তাহারে ভাল বাসি চিরকাল
না দিয়ে 'সম্পারে' মোরে বাড়ালে জঞ্জাল
পুণ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিহিত,
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্ব্বস্ব সহিত ।
সর্ব্বস্বান্ত পুণ্ডরীক পড়িয়ে শঙ্কটে
বিরচিল পর্ণশালা 'করণালী' তটে,
ভিকারির বেশে তথা 'সম্পা' ভার্য্যা সনে,
করিতে লাগিল বাস হরষিত মনে ।"

" বিলাপ যখন পায় আসিতে সময়,
বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয়।
যাতনা যখন মনে ধরে নাক আর,
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার;
পরিতাপে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর,
আবার বিকার তায় করিল অধীর—
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল,
নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল,
মাথার বেদনে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যায়,
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়,
হাঁপাইয়ে বলে ' আর চেষ্টা অকারণ,
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ। '
কাছে বসি বলে ' সম্পা' ভাসি আঁখি জলে,
' বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে,
আছে দাসী দিবা নিশি তোমার সেবায়,
কি করিব বল নাথ কি দিব তোমায়;
এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে,
নাথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাটে।
এখনি যাইবে জ্বালা হয়ে থাক স্থির,
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর।'
পুণ্ডরীকে অচেতন করি দরশন,
কোলে তুলে নিল ' সম্পা ' করিয়ে যতন,
সুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে,
মুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে,

সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম,
যতনে বাতাস বালা দিল অবিরাম ।
শবাকার পুণ্ডরীক সুস্থির নয়ন,
শোকাকুলা সম্পাসতী নিরাশে মগন ।”

“ হেনকালে সেনাপতি সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে ।
সস্নেহে নিকটে বসি বলে বীরবর,
কি ভাবনা মা তোমার স্বরাজ্য ভিতর,
রাজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ,
পুণ্ডরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন ।
রাজ কবিরাজ মাতা আসিবে এখনি,
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবি নরমণি ।
কিছু দিন কষ্টে বাছা কর দিনক্ষয়,
প্রজা পরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়,
পূজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়,
প্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয় !
গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান,
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান ।
এত বলি সেনাপতি করিল গমন,
কাঁদিতে লাগিল ‘ সম্পা ’ ব্যাকুলিত মন ।”

“ নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে,
পাঠাইল কুট্টিনীরে পুণ্ডরীক ঘরে,

আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশজন,
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকালো বদন।
সতেজে সম্ভলী বলে ‘ শুন মম বাণী,
অকারণ কষ্ট ত্যজি হও রাজরাণী,
কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়,
এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়,
রবেনা সুখের সীমা বাড়িবে সম্মান,
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্নিধান।
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোল্লায়,
শুয়েছে সাধের স্বামী শমন শয্যায়,
এইবার অবহেলা করিলে বচন,
গলাটিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশজন ’।”

“ কাতরে কাঁদিয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে
‘ নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ?
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার,
দেখিতেছি দশদিক্ আমি অন্ধকার,
হেরিলে আমার মুখ এমন সময়,
স্নেহরসে গলে কাল সাপিনী হৃদয়,
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে
আমায় বাঁধিতে চাও মহা পাপ জালে ?
যাও বাছা জ্বালাতন করনাকো আর,
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার ’।”

"রাজার আদেশ মত কুট্টিনী তখন
সম্পাপুণ্ডরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ,
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলয়
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হয়।
বাঘিনী হরিণী হরে আনিলে যেমন,
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন,
দুষ্ট সম্ভলীর হাতে হেরে সম্পাসতী,
নষ্ট নটবর মতি নাচিল তেমতি।
পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজন কারায়,
রেখে দিল কেলী গৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।"

"দিবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন,
হা নাথ! বলিয়ে কত করিল রোদন।
বিরাজিত করনালী কেলি গৃহ তলে,
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদী জলে।
হেনকালে নটবর রাজা দুরাচার
আইল তথায় হাতে হীরকের হার।
বিহার ভবনে ভূপ, সম্পা হতজ্ঞান,
সীতা যথা হতমতি রক্ষ সন্নিধান;
পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন,
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন।
আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে
ভুজবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।

মূঢ়মতি নটবর হৃদয় পাষাণ,
নররূপ নিশাচর নষ্টতা নিধান,
কাছে আসি বলে ধনি আমি কেনা দাস,
তোমার সেবায় প্রিয়ে রব বারমাস।
নিবারণ কর কান্না ত্যজ অভিমান,
ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান,
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার,
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে হীরকের হার।
এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর,
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর,
কুলবালা গোঁয়ারের হেরি ব্যবহার,
চমকিয়া সকাতরে করিল চীৎকার—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার'।"

"হেনকালে সেনাপতি আসি বেগ ভরে
পায়ে ধরি পাপবৃত্তি নিবারণ করে।
বলিল 'জঘন্য কাজ কর না রাজন,
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন।
পুণ্ডরীক অপমানে যত সেনাগণ,
হাহাকার রব করি করিছে রোদন।
পুণ্ডরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়,
রাজ্যেতে সমরানল জ্বলিবে ত্বরায়'।

সেনাপতি সনে ভুপ গেল নিকেতন
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন’ ।”

“ পর দিন কেলী গৃহে সম্পা একাকিনী,
কণক পিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনী !
কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন,
ভাবিতেছে অবিরত অবলার মন ।
চিন্তা অনশনে শীর্ণ-দেহ কৃশোদরী
বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী ;
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে,
করণালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—
‘ তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি,
পতিরত্ন, রমণীর হৃদয়ের মণি,
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর,
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর ?
পাষণ্ড পাষাণ মন কালকূট কূপ
অনাথিনী ধর্ম্ম নাশে হয়েছে লোলুপ ।
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ ’ ।”

“ এমন সময়ে তথা ভুপতি অধম,
উদয় হইল যেন কালান্তক যম,
সম্পার নিকটে আসি বলে শুন প্রিয়ে,
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে ;

অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়,
কৃপা করি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়।
যদি অভিমান ভরে কর অপমান,
আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান।
বলিতে বলিতে মূঢ় হয়ে অগ্রসর,
পরশিতে যায় সম্পা পবিত্র অধর,
সিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন,
সকাতরে-উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
'নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ,
ভুপ মুখে পড়ি করে রসনা দংশন,
ছট ফট করে রাজা বিষের জ্বালায়,
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায়।"

"পরদিন পাপমতি মহা ক্রোধভরে,
নিষ্কোষিত তরবারি জোরে ধরি করে,
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তিমান জীব-ধ্বংস অন্তক-কিঙ্কর,
বলিল পরুষ বাক্যে 'শুন রে পামরি
'হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী।
'রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার,
'আমি যদি মারি রক্ষা করে সাধ্য কার,

‘ এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন,
‘ নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন।’
পতিপরায়ণা সতী মতি নিরমল,
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম পালনেতে মন রত অবিরাম,
তরবারি তার কাছে তামরস দাম ;
টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়,
নড়ে কি অশনি পাতে উচ্চ হিমালয় ?
নিরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে,
করিলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে।”

“ নিষ্ফল হইল দেখি ভয় প্রদর্শন,
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন,
বাম করে বামাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ।
বলিল এখন যদি রাখ মোর মান,
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ।
অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর—
‘ কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
‘ নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।’
করনালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া,
লয়ে গেল কেলীগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া,

মরিল দুরাত্মা ভুপ সুগভীর নীরে,
ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে,
তপোবনে ঋষিগণ পাইল সম্পায়,
পিতৃস্নেহে সুযতনে বাঁচাইল তায়।”

“ মরিল দুরাত্মা ভুপ গেল অত্যাচার,
ধন ধর্ম্ম মান নষ্ট হবে নাকো আর।
মন্ত্রি, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা এক মনে
পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে।
আনন্দে ভরিল দেশ গেল অবনতি
প্রজার মনের মত হয়েছে ভুপতি।
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোধন মুখে
আনি তারে রাজরাণী করে রাজা সুখে।
করণালী সম্পাসতী করিল উদ্ধার
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।”

“ মিলিল সরযূ সই আসি অযোধ্যায়,
উভয়ে অপূর্ব্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়,
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন,
এক ভাবে এক পথে সতত গমন।
প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মানিবে সকলে,
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে।”

ষষ্ঠ সর্গ।

ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন,
নগর অ[illegible]র গঙ্গা করে দরশন
গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়,
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়।
এই খানে ঋষি-পত্নী অহল্যা সুন্দরী
পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি
জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব রতনে,
কোপাগ্নি জ্বলিল তায় তপোধন মনে।
শাঁপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ
অচেতন কলেবর, অষাড়, অজ্ঞান।
পরিণয় আশে রাম যবে মিথিলায়
বিশ্বামিত্র ঋষি সনে এই পথে যায়,
পরশিল পদ তার পদ বিচারণে
শৈলময়ী অহল্যায় শাঁপ বিমোচনে,
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়,
অনুতাপে নিরমল পবিত্র হৃদয়।

তথা হতে চলে গঙ্গা হেলিতে দুলিতে
কিছুদূর দানাপুর থাকিতে থাকিতে,

মহাবেগে সোন নদ ভয়ঙ্কর কায়
প্রণমিয়ে নত শিরে ভেটিল গঙ্গায়।
সোণেরে সম্ভাষি গঙ্গা বলে " বাছা ধন
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ,
কি দেখে আইলে পথে যাইবে কোথায়,
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায়।"
গঙ্গার আজ্ঞায় সোন প্রফুল্ল হৃদয়
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়।

" অপূর্ব্ব শোভিত বিন্ধ্য গিরি মহাভাগ,
যে করে ভারতভূমি দ্বিভাগে বিভাগ,
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে,
চিরদিন আছে দুঃখে ভূমে প্রণমিয়ে ;
এলনা অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন,
বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন।
সেই নয়নের জলে জনম আমার।
জনরবে পাইলাম তব সমাচার,
আসিয়াছি অগস্ত্যের করিতে সন্ধান,
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু সন্নিধান।"

" বিরাজিত জরাসন্ধ হর্ম্ম্য মম তটে,
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ;
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল নিদান
ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ সন্নিধান।

কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাহিল,
রণ ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি যাচিল,
বাক্য অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান,
বৃকোদর বীরদন্তে করিল আহ্বান।
উভয়েতে ঘোররণ কে বাঁচে কে মরে,
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে,
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়,
সাপটি বিক্রমে ধরে দুহাতে দুপায়,
বাঁস চেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল,
রক্তস্রোত নদী অঙ্গে পড়িতে লাগিল।
জরাসন্ধে করি বধ গেল বৃকোদর,
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর।”

“দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রহিতস গড়
পাথরে গঠিত যেন ভূধর অনড়,
অরি আক্রমণ বাধা করিতে বিধান
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নির্ম্মাণ।”

“অপূর্ব্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার,
কতদূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার,
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা,
অটল প্রবাহ বেগে, ধন্য গুণপণা ;
ইষ্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন,
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন।”

সোনেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা।
সুন্দর বারিকপুঞ্জ ধবল বরণ,
নবদূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ।
চারি ধারে সুশোভিত বর্ত্ম পরিসর,
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর।
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার,
করিতেছে জুতা তারা হাজার হাজার।

করি দূর সুরধুনী সৈন্য নিকেতন,
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন।
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায়
পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল পাটনায়,
আখ্যায় ‘পাটলীপুত্র’ ধরিত নগর,
সীমাশূন্য ছিল রাজ্য অবনী ভিতর।
আদিরাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বীষাম্পতি,
সমকক্ষ কোথা তার ছিলনা ভূপতি।
মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণ,
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজতুরঙ্গমে
উপনীত হয়েছিল সাগর সঙ্গমে।
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়,
প্রস্থে কিন্তু অর্দ্ধক্রোশ হয় কি না হয়।

বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর,
হর্ম্ম্যমালা সহ ঘাট তটের উপর।

একায়ত্ত অহীফেণ জন্মে এই স্থলে,
উৎকট রোগের শান্তি করে গুণ বলে,
প্রকাণ্ড গুদাম ভরে রাখিয়াছে তায়,
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহি যায়।
সোরা করা কারখানা হাজার হাজার,
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্ব্বেতে রাজার,
যার কাজে রায় রাম সুন্দর ধীমান,
লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান।

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে;
লবণ মসিনা ছোলা ধরে না নগরে।
সোনার বরণ জিনি সুপক্ক জনার,
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার।
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল,
দাড়িম্ব অম্বল মধু রসে টলমল,
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর,
পীযূষ পূরিত পীত পেয়ারা প্রচুর।

পাটনার গোলঘর অতি চমৎকার
পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার,

বিপুল পরিধি যুত উচ্চ অতিশয়
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপান দ্বিতয়।
তুরঙ্গে সুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাদুর
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শীক্ষা কত দূর!
গোলঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি,
দশবার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি।

পরিহরি পাটনায় পতিত পাবনী
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি।
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে,
ফুটেছে চামেলি বেলা পোরা পরিমলে,
সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতা ময়
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়।

ছাড়ি বাড় চলিলেন অচল দুহিতা
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা।
বিরাজিত এই স্থানে দুর্গ পুরাতন,
অতি দীর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন,
ইষ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর,
অভেদ্য ভুধর অঙ্গ, অতি উচ্চ শির,
তিন দিগে সুগভীর পরিখা খোদিত,
চতুর্থে জাহ্নবী নিজে পরিখা শোভিত,
শিলা বিমণ্ডিত শক্ত দ্বার চতুষ্টয়,
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়।

পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান—
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্ম্মাণ ।
মিরকাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার,
নবাব করিত হেথা রাজদরবার ।

রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাবে,
রেখেছিল এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে,
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুজ্ঞা ভীষণ,
জিজ্ঞাসিল “ কি মরণে মরিবে রাজন ?”
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তি ভরে
“ ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহ্নবী উদরে ।”
নবাব দিলেন সায় বাঞ্ছিত মরণে,
সমবেত কত লোক মৃত্যু দরশনে ।
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল,
প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড গলেতে বান্ধিল,
তার পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিল সুরধুনী নিরমল নীরে,
জয়রাম বলি রায় অনাতঙ্ক মনে,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে,
জীবন নিধন হলো জাহ্নবীর জলে
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাঁদিল সকলে ।

নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে,

রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে,
সহপুত্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে,
অনশন, জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ কলেবর,
নাপিত অভাবে দাড়ি বাড়িল বিস্তর।
নিষ্ঠুর নবাব হাতে নাহি পরিত্রাণ,
পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
মশানে লইতে দূত আইল তথায়,
ধরিতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়,
তদগদ চিত্তে ভুপ পূজিছে শঙ্করে,
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে—
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ডর,
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে,
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।
হয়ে ছিল ভুপতির দুর্গে যে আকার,
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার।

শিলা বিনির্ম্মিত বাপি সীতাকুণ্ড নাম,
উৎস উষ্ণোদক পূর্ণ শোভা অভিরাম,
বাপিতল হতে শ্বেত বিম্ব শত শত,
স্ফটিকের মালা গাঁথি উঠে অবিরত,
সলিল উপরে উঠি বিম্ব ভঙ্গ হয়,
তাহাতে গন্ধক যুক্ত ধূমের উদয়।

সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি,
উপল তণ্ডুল তলে গণে লতে পারি।
সুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ,
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে নির্ম্মাণ।
বাপি অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে,
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়,
বিরাজে রাজীব রাজি কুন্দ কুবলয়।

মুঙ্গের নগরে শোভে ষোড়শ বাজার
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার।
আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর,
হাতির দাঁতের কার্য্য তাহার উপর,
লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি,
সুমার্জ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি।
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার
বেনায় রচিত পাখা অতি চমৎকার।
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়,
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়।

মুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন
ভাগলপুরেতে আসি দিল দরশন।
সুদীর্ঘ নগর ইটি বিস্তারিত তীরে
বিপুল বাজার পল্লি শোভিছে শরীরে।

চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান
যথায় বেহুলা সতী পতি-গত প্রাণ,
মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাসরে,
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে।
শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়,
সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায়,
দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়,
বাঁচাইল পতিরত্ন আনন্দ হৃদয়,
মনসাকাণীর মান টুটিল অমনি,
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি।
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে
পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে।

পূর্ব্বকালে এই স্থলে করিত বসতি,
হেমকান্তি "বসুবন্ত" বিখ্যাত ভুপতি,
"চম্পাকলি" ছিল তার নর্ত্তকী সুশীলা,
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুস্বরে কোকিলা।
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম
গৌরবে রাখিল চম্পা নগরের নাম।

বিরাজে "করণ" গড় দুর্গ পুরাতন
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল পরশন।
কর্ণ রাজা পূর্ব্ব কালে করিল নির্ম্মাণ,
যথায় ঊষায় নিত্য করিতেন দান

ভক্তাধিনী “মহামায়া” করুণার বলে,
এক শত মন স্বর্ণ দরিদ্রের দলে।
তারপরে এই দুর্গে করিত বসতি,
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি।
মুসলমানেরা পরে করে অধিকার,
ইংরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার।

জরসন্ধ কারাগার অতি ভয়ঙ্কর
বিরাজিত আছে আজো নগর ভিতর,
মাটির ভিতরে কত হয় দরশন,
ইষ্টক রচিত ঘর পুরাণ গঠন।

বাবর, কুতব, আলি, মিলি তিন জনে,
নির্ম্মিল নদীর তীরে হর্ম্ম্য সুযতনে।
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হলো সেনাকুল,
এই হর্ম্ম্য হয়েছিল দুর্গ অনুকূল।

ছাড়িয়ে ভাগলপুর গঙ্গা চলে যায়,
কালগ্রাম কেড়াগোলা অবিলম্বে পায়।
কেড়াগোলা সন্নিকটে কুশী নদী আসি,
ভুধর আজ্ঞায় হল জাহ্নবীর দাসী।
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়,
পুরাতন রাজধানী নবাব আলয়,
সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর,
শ্রান্তি হর, স্নিগ্ধকর, আনন্দ আকর।

সপ্তম সর্গ।

ছাপঘাটি আসি পরে ভীষ্মের জননী,
পদ্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধ্বনি—
" শুন পদ্মা সহচরি তরঙ্গ রঙ্গিণি,
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী,
এই স্থান হতে পথ অঁদূর সহজ,
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ,
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির,
এই পথে যাব আমি সাগর গভীর,
সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল,
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল।
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ,
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ,
লয়ে যাও বুনো চর মসৃনে বঞ্চক,
শমন-সদন-বর্ত্ম আবর্ত্ত অন্তক,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয়ঙ্কর জন্তুচয়।"

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন—
" ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে নালো মন,

সতত তোমার সনে করিছি বিহার
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার,
যেতেওতো নাহি পারি লয়ে দুষ্টদলে,
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে—
কূলনিবাসিনী কুলকমলিনী গণ,
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন বচন,
বাঁধাঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান,
আমি গেলে তাঁহাদের বড় অপমান,
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই,
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।"

উন্মাদিনী প্রবাহিনী পদ্মা চলে গেল,
বিষণ্ণ বদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল,
জঙ্গীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন
নিবসতি সদাগর করে অগণন,
বিরাজে মন্দির কূলে রেসমের কুটি,
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্, ডেপুটি,
টোল ঘরে শুল্কদান নাবিক নিকরে,
করিতেছে দাঁড় গুণে বিষাদ অন্তরে।

জঙ্গীপুর করিদূর সুর তরঙ্গিনী,
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্র নন্দিনী।
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,

জাহ্নবী জীবন মাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।
কেঁয়েদের নিবসতি এ দুই নগরে,
প্রস্তর পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে।
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছুমাত্র নাই।
দানশীল লছ্‌মিপৎ কেঁয়ে কুলসার,
পলাশ বিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার।
বালুচরি চেলি হেথা সঙ্কলন হয়,
খচিত কৌশলে তায় সেনা করী হয়।

আইল জাহ্নবী পরে মুরশিদাবাদে,
যথায় পতাকা উড়ে নবাব প্রাসাদে।
সুশীল, সুধীর, শান্ত, সুখী, ধনশালী,
অভিমান পরিশূন্য মান্য জনাবালি ;
পারিষদ শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টি নাহি হয়,
বিভবে বিদ্যায় কবে হয় পরিচয় ?
অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন,
হারালে নবাব সব কুলীন বামন,
আলিপুর জেল জিনি অন্দর দেয়াল
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল,
শেষ দ্বারে অসি করে ভামিনী ক জন,
কাল ভৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ।

সতীত্ব রক্ষার হেতু সাবধান নানা,
মনের দুয়ারে কিন্তু নাহি দেয় থানা ।

নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান,
বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান,
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর,
নীরবে কহিছে কথা ধন্য চিত্রকর,
দ্যালগিরি, আলমারি, মেহাগনি মেজ,
অতুল্য সুমূল্য ঝাড় শত শত সেজ,
ফরাসি গালিচা পাতা ফুলকাটা তায়,
চেয়ার পর্য্যঙ্ক কোচ গণা নাহি যায়,
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি,
দেয়ালে মধুর তানে বাজিতেছে ঘড়ি ।

ওপারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর,
শ্বেতশিলা বিনির্ম্মিত ভাব ভয়ঙ্কর,
কোথা গেল বীর দম্ভ কোথা বা বিভব,
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,
মানব পূরিত তরি না ডুবায় জলে,
দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে,
নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে,
নিদ্রা অনুরোধে আর সংকীর্ণ কারায়,
ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,

রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল,
কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল !

ছাড়িয়ে নবাব বাড়ী নগপতিবালা,
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ;
রমণীয় পথঘাট বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যা নিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে।

সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যাবিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান।

ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে,
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে,
বিভব শালিনী সতী সদা বিষাদিনী,
শ্বেতাম্বর পরিধানা যেন তপস্বিনী,
ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ,
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূষণ ;

রাজীবলোচন যোগ্য সচীব ধীমান,
অবিবাদে রাজকার্য্য হয় সমাধান।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এমাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে ;
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিকন নীরদে ঢাকা যেন রবি কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একাবেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা শ্রেণী,
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক ;
হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জ্বল,
পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভুষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বামকাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;
কাঁচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,

ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ,
মনোলোভা শোভা কিবা নয়ন রঞ্জন,
খোদিত দ্বিরদ রদ কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনী মূল লাবণ্যের দলা,
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুল আকার
কুচসন্ধি স্থানে চূড়া মিসেছে তাহার ;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক বিপিনে যেন জনক দুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
" কে বাছা সুন্দরি তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী ?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
" নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,

বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময় সাগরে জলবিম্ব অনুভব,
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি সিংহাসন!
আদিত্য প্রতাপ ভরে কাঁপিত ভুবন,
যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন;
উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথায় রোদন আর বৃথা পরিতাপ;
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি বিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
সিহরি লজ্জায় শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হলো অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী,
উতরিলা কাটোয়ায় ভীষ্ম প্রসবিনী।
কাটোয়ার কাষ্টভাষা কণ্টকের ধার
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে অকার।

বিচার আসনে বসি ডেপুটি রতন,
করিতেছে দণ্ড দান, পাষণ্ডপীড়ন।

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন,
সরিষা মসিনা মুগ কলাই মুসুরি,
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভুরি ভুরি,
সুরভি "গোবিন্দভোগ" চাল যার নাম,
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারি দাম।
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়,
বদান্য ভিষজ-ঘর ভাল বিদ্যালয়।

" অজয় " পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়,
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়,
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ
কাটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।
অজয়েরে সম্ভাষিয়ে গঙ্গা সমাদরে—
জিজ্ঞাসিল কেন রক্ত মাখা কলেবরে?
বন্দিয়ে " অজয় " বীর গঙ্গার চরণ,
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন—
" রামগড়" শৈলমালা শোভা মনোহর—
ভূধর-অধর-সম " সোম " সরোবর
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সুবাসিত জলে,
কণক কমল ভাসে ভরা পরিমলে,

বিকসিত ইন্দীবর সুনীল বরণ ;
মরাল মরালী কত করে সন্তরণ।
রচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়,
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায়।
একদা বিকালে যবে পদ্মিনী-রঞ্জন,
মাখাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ,
দেবকন্যাকুল কেলী করিবার তরে,
মলয় পবন যানে, হরিষ অন্তরে,
নাবিল সরসী তীরে উজলি ভূধর,
ত্রিদিব সৌরভে পূর্ণ হলো সরোবর।
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ দিল সরোবরে,
কৌতুক রহস্য হাসি ধরে না অধরে,
করতালি দিয়ে কেহ ভাসিতে লাগিল,
কেহ নীলাম্বুজ তুলি কানে দোলাইল,
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই,
নীলপদ্ম হেরি নীরে করে নাহি পাই,
কণক কমল কেহ করিয়ে চয়ন,
হাসিয়ে সখির অঙ্গে করিল অর্পণ,
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল,
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল দিল।

কতক্ষণে জলকেলী করি সমাপন,
সোপানে বসিল সুর-সুলোচনা গণ ;

বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে,
আরম্ভিল সুসঙ্গীত সুমধুর স্বরে,
মোহিত মেদিনী শুনি ধ্বনি মনোহর
আনন্দে অঘোর জীব ভুচর খেচর।
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন
আচ্ছাদিল নিরানন্দ অন্ধকার ঘন—
দুরন্ত দানবদল দীর্ঘ কলেবর
ঢুলু ঢুলু মদে আঁখি ধূলায় ধূসর,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার অহঙ্কারে করি,
ধাইয়ে ঘেরিল যত ত্রিদিব সুন্দরী,
ব্যাকুলা মহিলাকুল মহা কোলাহলে,
কাঁদিল কাতর স্বরে একত্রে সকলে ;
ভুধর কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে
পূজিতে ছিলাম ভবে ভক্তি বিল্বদলে,
রমণী-রোদন রব প্রবেশিল কানে
গিরি অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সেখানে,
মাভৈঃ মাভৈঃ বলি উপনীত হয়ে
ক্রোধ ভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে,
বলিলাম " ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার,
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ?
দূরে পলায়ন কর নহিলে এখনি,
মুষ্টিরূপ বজ্রে মাথা লুটাবে ধরণী।"
অরুণ-অঙ্গজ-মূর্ত্তি দনুজ বলিল—
" দেবতা দেবারি ভয়ে সুধা লুকাইল

বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে,
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে,
এলেম অমর হতে, কে তুই পামর,
বাধা দিতে এলি হেতা যেতে যম ঘর।"
ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ জ্বলে,
গলাটিপে দানবেরে ধরিলাম বলে ;
মারিনু পাহাড়ে কিল নাশার উপরে,
বহিল শোণিত স্রোত বল্ বল্ করে ;
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধরিয়ে গলায়,
ঠকাঠকি করিলাম মাথায় মাথায়,
ঘায় ঘায় মাথা ছুটো ছুটিকে পড়িল,
"ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী" দরশন দিল ;
এইরূপে হত করি দানব নিকর,
শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর।
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন,
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ,
হাত বুলাইল অঙ্গে স্নেহ রসে ভাসি,
বলিল "করিলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশি"
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চালন,
দিলেন দেবতা বালা সুখ-সমীরণ,
শ্রান্তিদূর করি সুর-সুন্দরীর কুল
মধুর বচনে দিল বর অনুকূল—
"সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে,
চলে যাও কাটোয়ায় নির্ভয় অন্তরে,

সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়,
পবিত্র হইবে দেহ স্থান পাবে পায়।”
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়,
দেখিতে তোমায় হেথা আইল অজয়।”

রুধির বরণ হেতু বলিয়ে অজয়,
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়—
“ দেখিয়ে এলেম্ পথে কেন্দবিল্ গ্রাম,
যথা জয়দেব মিষ্ট কবিগুণগ্রাম,
সরলতা সরোবরে রসরূপ জলে,
নিরমিল নিরমল কবিতা কমলে,
প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়,
জনগণ মন রূপ মধুকর তায়।
কবিজাত জলজের লইতে আসব,
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব,
উপনীত হয়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজকরে পদ্য কিসলয়;
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য বলে,
পীতাম্বর পদসেবা করিল বিরলে।”

আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি,
অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণব সুন্দরী।
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে,
সেবাহেতু জমীদারি লেখা তাঁর নামে;

সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর —
অতিথির বাসজন্য বহুবিধ ঘর —
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাথে গণে,
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে ।

গোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী,
আইলেন নবদ্বীপ পণ্ডিতের খনি ।
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে,
যাদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতী ভবনে

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধা মতি অতি চমৎকার—
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু,
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃ কেতু ।
তথাকার পণ্ডিতেরা বিদায় সময়,
ফিরে লইলেন গ্রন্থ গুলি সমুদয়,
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রন্থ যদি পায়,
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিথিলায় ?
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত,
হাসিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহিত,
স্মরণ ভুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়,
সুন্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়,
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার,
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবেনা আর ।

পরম পবিত্র আত্মা ভারত তপন,
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোণার বরণ।
জগতে মহৎ কাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন--
বিচারিয়ে মনে মনে পঠত্ দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জ্জন আহ্নিক পূজায়,
শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ ?'
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
"বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার ;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়।
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,
বিনীতস্বভাব শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য আরাধন ;
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।
ধর্ম্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তি ভাবে ব্রহ্ম বলে লোক।
প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম্ম সত্য সনাতন,
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন ;
কাঁদিলেন শচীমাতা গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্র শোকে চক্ষে শতধারা।

অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী,
হাহাকার করি কাঁদে লুটায়ে ধরনী,
" বিদরে হৃদয় মরি একি সর্ব্বনাশ !
সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটিকি ধর্ম্মের কর্ম্ম সর্ব্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার !
পতি পত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে প্রিয়দরশন !
না লয়ে আদরে সনে সধর্ম্মিণী বলে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহা শোকানলে ?

সাধারণ নরসম প্রভু মহোদয়,
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয় ;
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়,
ব্যাসদেব সম মতি অতি জ্যোতির্ম্ময়,
শিশুকালে বুদ্ধি বলে হয়েছিল তাঁর,
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।
প্রচলিত শাস্ত্র তাঁর ভারত ভিতর,
" সুবিখ্যাত চিন্তামণি দিধীতি " সুন্দর।
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়,
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয় ;

বলিতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণয়িনী,
"লভিয়াছি পুত্রকন্যা বিনা বামাঙ্গিনী,
"ব্যুৎপত্তিবাদ" পুত্র কন্যা "লীলাবতী"
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী।
কাণভট্ট, রঘুনাথ দুই নাম তাঁর,
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার।

স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্,
শিরোমণি সমাধ্যায়ী দেশজুড়ে মান,
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্ত্তবাগীশ আখ্যায়,
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়।

সুপণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা,
'শব্দশক্তি প্রকাশিকা" বিজ্ঞজনয়িতা,
ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ,
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জ্বলিত দেশ।

বিদ্যাবিমণ্ডিত মুখ আগম বাগীশ,
তন্ত্রের তরুণ ভানু আলো দশদিশ।

গদাধর ভট্টাচার্য্যপণ্ডিত রতন,
ন্যায়শাস্ত্র দেখিবার নবীননয়ন,
শিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ সমুদয়,
গদাধর টীকালোকে লোকে আলোময়,

বুনরামনাথ ভট্টাচর্য্য বিজ্ঞবর
বিভব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর ;

নবকৃষ্ণ ভুপতির উজ্জ্বল সভায়,
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়,
হেন কালে বুনরাম হইয়ে উদয়,
বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয়।
সমাদরে মহারাজা বহু ধন দিল,
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল।

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়,
অর্থলোভি ভণ্ড ভ্রষ্ট দুষ্ট দুরাশয়,
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব ;
ভণ্ডামি প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে,
বঞ্চনা বালির বাঁদ কত দিন থাকে।

অষ্টম সর্গ।

ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে অনিবার,
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার,
প্রবল প্রবাহ ভরে জলাঙ্গী আইল,
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল।
জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে,
আলিঙ্গন করি তারে হাঁসিয়ে জিজ্ঞাসে—
"বলো লো জলাঙ্গি সখি! পদ্মা বিবরণ,
কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন।"
"শুন সখি নিবেদন" জলাঙ্গী কহিল,
"ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল,
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি,
মত্ত হলো দলবল লাফিয়ে অমনি;
রামপুর বোয়ালিয়া নগরী নূতন,
রম্য হর্ম্ম্য, ঘাট বাট ছিল অগণন,
প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে
রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে।
কি করিবে যত যাবে বলিতে না পারি,
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভীর সারি সারি;

তুমি সখি! বুদ্ধিমতী ভীষ্মের জননী,
ভদ্রসমাজেতে তাই তাদের আননি।

দেখিয়ে এলেম সখি! আসিতে হেথায়
অপূর্ব্ব নগর এক নদী কিনারায়;
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে,
কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে,
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাইত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী,
অদ্যাপি বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি।

রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি কত ঘর যেন হর্ম্ম্য বন;
চমৎকার পরিপাটী পূজার দালান,
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্র সম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কতকাল গেছে তবু চক্ মক্ করে;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বার চতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠ লেশ।

এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার,
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী নাহি অহঙ্কার;

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান,
সুমধুরস্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।

পরম ধার্ম্মিক বর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।

ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞজন,
স্বদেশের হিতে তাঁর বিক্রীত জীবন,
সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়,
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়,
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন,
বালকের মন হতে ভ্রম নির্ব্বাসন।

করিলাম তার পরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক্ রতন,

সুশীলতা সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পীরিতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার,

দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর ভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকাশিত যাতে তাঁর হৃদয় পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয় দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ ;
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর।

লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে " মালতীমাধব " সুললিত,
" বঙ্গ ব্যাকরণ, " বঙ্গময় বিচলিত।

কৃষ্ণনগরেতে আছে কালেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষক নিকর ;
এ কালেজ এক বার উমেশ প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথায় জীবন,
যদি শিক্ষা নাহি পায় সীমন্তিনীগণ ;
কৃষ্ণনগরের লোক সাহসিক অতি,
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা উন্নতি,
বিরাজে নগরে দুটি বালা-বিদ্যালয়,
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয়।

উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়,
সরভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়,
শচীর রসনা যোগ্য, কি মধুর তার,
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে এক বার ?

কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে,
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী
উপনীত সুরধুনী কাল্না নগরী।
নদীহতে অপরূপ শোভা কালনার
যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস বদনে,
হেরিছে তরঙ্গ রঙ্গ জাহ্ণবী জীবনে।

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড় সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখর নিকর যথা শিখরীর শিরে,

উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার,
জামাই আদরে দেব করেন আহার,
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায় ।

কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণগুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান আশে মহিষীর সনে,
উপনীত কালনায় সুপবিত্র মনে ।
সেই কালে কাল্নায় সন্ন্যাসী প্রবর,
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী—
"মোহন মুরতি দেব শোভা আভাময়
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ;
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই,
বনমালি বিলাসিনী বিনোদিনী রাই ?
রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদাম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহশূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নী ছাড়া হলে ।
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমেরচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী,

তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয় ?”

সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্ন রাজি,
বসন ভুষণ ভুমি গাভি গজ বাজি ;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরী দলেমিলে করে কুলাচার ;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই রতনে,
বসাইল সিংহাসনে হরষিত মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখ সীমা হীন।

এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল—
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে এইবিবরণ—
“ বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জাননাকি রাজবংশে আছে কি আচার ?
ভুপতি দুহিতা ভুপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনী রূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই,
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।

কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে ?
দূরীভুত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।"

নিরুত্তর তপোধন রাজার কথায়,
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজি জামাইগণে বৰ্দ্ধমানে বলে,
লালজিরে পূর্ব্বে বলে লালাজি সকলে।

কতকীৰ্ত্তি করেছেন বৰ্দ্ধমানেশ্বর,
চন্দ্রাকারে শোভাকরে মন্দির নিকর,
বিরাজিত একশত আট শিব তায়,
পূজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পূজায়।
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে
স্বর্গীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে,
চামর বীজন যোটা সুখ সিংহাসন,
পৰ্য্যঙ্ক, পানের বাটা, লোহিত বসন,
তামাক কলিকা টীকা হুকা সরপোষ,
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ।

যখন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার,
দেশে দেশে সত্যধর্ম্ম কল্লেন প্রচার,
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়,
লভেন বিশ্রাম বসি তেঁতুল তলায়,

সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে,
অদ্যাপি বিরাজে বলে গোঁসাই মণ্ডলে।
তেঁতুল গাছের কাছে শোভিছে মন্দির,
চারুমূর্ত্তি দারুময় মুরারী শরীর,
বিরাজিত তার মধ্যে শুভ দরশন,
বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ।
অপরূপ রাসমঞ্চ সুগোল গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায় সুগোল প্রাঙ্গন,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি সুশোভিত,
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

পরিহরি কালনায় গৌরাঙ্গ ভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি " ভক্ত অবতার"
হলেন অদ্বৈত নামে হরিতে ভুভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম গৌরব,
খ্রীষ্ট অবতারে যথা " জনের" সম্ভব।

পবিত্র অদ্বৈত বংশ পঙ্কজ তপন
সাহসী " গোঁসাই " ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পণ্ডিত-পটল-পদ্ম প্রভাময় মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার ?

দ্বিজদল গর্ব্বকরি বলিল সভায়,
" গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,"
উত্তর " গোঁসাই" দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
" সন্দ নন্দ নন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায় !"

সুরপুর সমপুর শান্তিপুর ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম,
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন।
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজি তাঁতি হাজার হাজার।
শান্তিপুরে ডুরে সাড়ী সরমের অরি,
" নীলাম্বরী", " উলাঙ্গিণী" " সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"।

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী,
চলিতেছে হাস্য মুখে পথ আলো করি,
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে,
মনোভব মনোরমা সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন,
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর,
একেবারে কতরামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে।
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
“ ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে ”।
যে কন্যা কুমারী ভাবে চির দিন রয়,
কুলীন মহলে তারে “ ঠ্যাকা মেয়ে ” কয়।
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নীচ পামর কুলীন,
আপন ভবনে বসি ভাবনা বিহীন,
অশন বসন হীনা দীনা দারা দল
পিতৃ গৃহে কাঙ্গালিনী চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃযায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনী দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা কভু দাসী হয়,
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয় ?
স্বামী স্বত্তে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবন কালে জনকের ঘরে,
সাবিত্রী সমান সতী হলেও কল্যাণী
কলঙ্ক আমোদীলোক করে কাণাকাণি ;
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ,
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন !
একে চির বিরহিণী অভাগিনী বালা,
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের জ্বালা।

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম
বলিল কুলীনে " শুন পরামর্শ মম—
বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর,
নবীনা সুন্দরী যেটি তাহার ভিতর,
বাছিয়ে আমার করে কর সমর্পণ,
বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহুধন,
তুমিও আমার সনে থাক সহচর,
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর।"
সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার,
" তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার"
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে,
রেখেদিল লম্পটের কেলী কুঞ্জবনে।
সিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,
দীননেত্রে নীর ধারা বহিতে লাগিল—
" স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কর্ম্ম করিলে,
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নাশিতে আনিলে,
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবঞ্চনা করি ?
নিদারুণ মর্ম্ম ব্যথা মরি মরি মরি;
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে,
করিতাম দিনপাত ধর্ম্ম কর্ম্ম লয়ে,
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর! ঘুচালে সে বাস ?
কলঙ্কিনী করে স্বামী একি সর্ব্বনাশ!
পতি যদি রোষভরে পদাঘাত করে,
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে,

কিম্বা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার,
তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার ;
কিন্তু যদি মূঢ়মতি পতি ধন আশে,
বিবাহিতা বনিতার সতীত্ব বিনাশে,
নাহি আর করি তার মুখ দরশন
খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন।
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়,
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়,
পরিণয় পাশ আজ জীবনের সনে,
নাশিব করিনু পণ জাহ্নবী জীবনে। ”
কূলে উপনীত বালা সজল নয়ন,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গা জলে ত্যজিল জীবন।

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমুল্য ভুষণ,
বিজ্ঞ বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
“ বাম্নু ও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে।”
ক্রমে ক্রমে বানেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত
সঞ্চাগড়ে শৈলবালা হলো উপনীত—

এই স্থানে চূর্ণীনদী প্রেরিত পদ্মার
যোড় করে জাহ্নবীরে করে নমস্কার।
চূর্ণীরে আদরে ধরে সাগর-সুন্দরী
জিজ্ঞাসিল সমাচার আলিঙ্গন করি—
"বল বল বিবরণ চূর্ণী সুলোচনে,
কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে।"
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি,
উত্তর করিল চূর্ণী মাতাভাঙ্গা সতী—

"স্বীকার পুরের কুটী, তাহার উত্তরে
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরী নিকরে,
তিনজনে একাসনে কিছু দূর এসে,
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে,
দুই জনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে,
তথাহতে ইছামতী চলে গেল বামে,
সঙ্গিনী বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে;
যথায় বিরাজে আদি রাজ নিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন।
এক্ষণে গঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তায় করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বলিয়ে।

ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহরী,
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী।
মামজোয়ানীরে তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ রতন,
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন,
স্বীয়ভাগ্য বিশ্বকর্ম্মা ভকতি ভাজন,
ব্যবস্থা দর্পণ কর্ত্তা বিজ্ঞ অতিশয়,
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয়।

তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর,
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর,
বিরাজে তথায় পাল চৌধুরী ধনেশ,
জমীদারী করী হয় যাহার অশেষ,
বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাহিক প্রতাপ,
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ।
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয়
পালচৌধুরীর কুল যায় আভাময়।
রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।

ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশন,
জুড়াইল আলিঙ্গনে চঞ্চল জীবন। ”

চূর্ণী মৌনা হলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোত ভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল,
ভগীরথ-রথচক্র বালুকায় পসি,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি,
সেই হেতু এ স্থানের চক্রদহ নাম,
গণনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষ ধাম।

বক্রভাবে চক্রদহ অতিক্রম করি,
সুখসাগরের তলে নাচিল লহরী।
এই স্থল ছিল পূর্ব্বে সহরের মত,
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত,
নাহিক বাজার আর বিশাল ভবন,
নীলকুটি বালাখানা কুসুম কানন,
কোথা গেছে নাহি তার কিছুই নিশান,
ও পারে গিয়েছে এবে তাহাদের স্থান।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানাগ্রাম-
সোমড়া শবিড়া বৈদ্য নিকরের ধাম,
সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তফির বাস,
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস,
ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই,
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।

এ সব রাখিয়ে পিছে মনের উল্লাসে,
উপনীত নারায়ণী ত্রিবেণীর পাশে,
গঙ্গা দরশনে সবে ভাসিলেন সুখে,
বাজিল কাঁশর ঘণ্টা শঙ্খ বামা মুখে।

যমুনা বিমনা বড় ত্রিবেণীর তলে,
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলে—
“ বহুদূর নাহি আর সাগর ভীষণ,
একা তুমি অনায়াসে করিবে গমন,
যাবনা তোমার সনে আমিলো ভগিনি,
ছাড়িয়ে তোমায় আজ হবো বিরাগিণী ;
তব স্বামী কাছে যেতে হলে অনুরাগী,
কত কথা রটাইবে যত ভালখাগী,
তাই বন নিবেদন শুনলো আমার,
বামদিকে যাব আমি করিছি বিচার,
দেখে যাব বিরুয়ের মদন গোপাল,
হরিণ ঘাটায় খাব সোণামুগ দাল,
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম,
দেখিব গোবর ডেঙ্গা শারদাপ্রসন্ন,
ধনশালী তমোহীন বন্ধুতা সম্পন্ন,
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী,
স্বভাবে সাবিত্রী কিম্বা সীতা বিম্বাধরী ;
তার পরে ইছামতী সহিত মিশিয়ে
একাসনে টাকি দিয়ে যাইব চলিয়ে,

বনে বনে দুইজনে করিব গমন,
যতক্ষণ নাহিপাই সিন্ধু দরশন।"

কাঁদিলেন ভাগীরথী ভগিনী বিরহে,
নয়নে সলিল ধারা অবিরত বহে ;
জ্বালার উপর জ্বালা নগবালা পায়,
"সরস্বতী" এই স্থানে নিবেদিল পায়—
"রেখে যাও ত্রিবেণীতে আমায় জননি,
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্ডিতের খণি।
এই স্থানে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন,
বেগচির প্রমাবন্ত যেন দ্বৈপায়ন,
করেছেন জ্ঞান দান শাস্ত্রের বিচার,
সুশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার ;
অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান,
শুনিয়ে ইংরাজি বলা, তাহার প্রমাণ।
যেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে,
প্রফুল্ল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে।"

বাণী শেষ করি বালা মন্দ স্রোতভরে
ডানদিকে চলে গেল ত্রিবেণী ভিতরে :
একত্রিত তিনবেণী মুক্ত এই স্থলে,
সেইজন্য মুক্তবেণী ত্রিবেণীকে বলে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।